ঘূর্ণি

শ্রীগৌর সী

প্রকাশক—
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১ম সংস্করণ ১৯৪০।

প্রিণ্টার—শ্রীরমেশচন্দ্র বসু
মেট্‌কাফ্ প্রেস
৬নং রাজকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা।

প্রথম অভিনয় রজনী

রঙমহল

১৪ই ডিসেম্বর ১৯৪০।

শনিবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকা।

শ্রীগৌর সী

ভূমিকা

১৯৩৯ সালে এপ্রিল মাসে 'ঘূর্ণি' নাটকটী প্রথমে রঙমহলের সুযোগ্য প্রযোজক শ্রীপ্রভাত সিংহ মহাশয়ের নিকট reading দিই কিন্তু কোন কারণবশতঃ তখন নাটকখানি তাঁহারা মঞ্চস্থ করিতে পারেন নাই। তারপর ১৯৪০ সালে জুলাই মাসে পুনরায় রঙমহলে আমার ডাক পড়িলে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সহায়তায় বায়স্কোপের উপযোগী নাটকখানি মঞ্চোপযোগী করিয়া লেখা সুরু হয়। এই সময় প্রযোজক শ্রীপ্রভাত সিংহ মহাশয় বম্বে হইতে ফিরিয়া আসেন। নরেশ বাবু রঙমহল ছাড়িয়া দিলে প্রভাত বাবুর সহিত পুনরায় নাটকটী লইয়া বসিতে হয় এবং নানাভাবে সাজাইয়া নাটকটীকে মঞ্চোপযোগী করিয়া তোলা হয়। এই বিষয়ে প্রভাত বাবু আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন তাহার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অমর ঘোষ মহাশয় আমার এই প্রথম নাটকখানি মঞ্চস্থ করিবার জন্য যে সাহসিকতা ও প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহার কাছে আমি চির ঋণী রহিলাম।

আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইতেছি শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে। তাঁহার স্নেহলাভে আমি ভাগ্যবান। অমূল্য বাবুর বিশ্বাস ও ঐকান্তিক যত্ন আমাকে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রঙ্গমঞ্চের নাট্যকার করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার এই আবিষ্কার আমার জীবনের এক নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

মান্যনীয় কবি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র রায়ের নৃত্য পরিকল্পনা, মঞ্চশিল্পী শ্রীযুক্ত

মণিন্দ্র দাস (নানুবাবুর) দৃশ্যপট পরিকল্পনার অসামান্য কলানৈপুণ্য, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী ও প্রিয়নট শ্রীভূমেন রায়ের এই নাটকে শ্রেষ্ঠ দুইটী চরিত্রে অভিনয় করায় নাটকটী সর্ব্বদিক হইতে সৌষ্টবশালী ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।… ..

প্রত্যেকের নিকট আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আর একজনের কথা বলিয়া আমি কৃতজ্ঞতার পালা শেষ করিতে চাই। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সঙ্গেও কিছুকাল এই নাটক লইয়া আমাকে বসিতে হইয়াছিল। তাঁহার পাণ্ডিত্য, উদার হৃদয় ও বিনয়ী স্বভাব আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। তাঁহার নিকট হইতে আমি শিক্ষা করিয়াছি কেমন করিয়া প্রকৃত নাট্যকার হইতে হয়। অপূর্ব্ব তাঁহার শিক্ষকতা।—আমার ভবিষ্য নাট্য-জীবনে তাঁহার শিক্ষা আমাকে সর্ব্বদা পরিচালিত করিবে। শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তাঁহার সম্মান ক্ষুণ্ণ করিতে চাই না তাই ছোট ভাইয়ের মতই তাঁহার পদধূলি মাথায় রাখিয়া ধন্য হইলাম।

রঙমহলের কর্ত্তৃপক্ষদের বিভিন্ন মতানুযায়ী গত জুলাই মাস হইতে ১৪ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আমাকে নানাভাবে নাটকটী সাজাইতে হয়। আমার ছায়াচিত্রোপযোগী 'ঘূর্ণিকে' মঞ্চোপযোগী করিতে যদি কিছু ত্রুটী বা নাটকীয় চরিত্র বিশ্লেষণের……তার ঘটনার অচ্ছেদ্য সমসূত্রতার (Continuity), নাটকীয়, চরিত্রের পরিপূর্ণ মর্য্যাদা দানে কৃপণতা প্রকাশ পায় তাহার জন্য নাট্যকার দায়ী নহে।

এই নাটকটী বিয়োগান্ত।—সেইজন্য এইরূপ serious নাটকের গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইবার ভয়ে নৃত্য গীতের বাহুল্য আবশ্যক মনে করি নাই। তদুপরি সৌখিন থিয়েটার সম্প্রদায়ের সুবিধার্থে কতগুলি অপ্রয়োজনীয় স্ত্রীচরিত্র ও গান বাদ দিলাম। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে প্রথম অঙ্কের

দ্বিতীয় গানখানির পরিবর্ত্তে tap-dance বা ঐ প্রকার নৃত্য দিতে পারেন।

পরিশেষে একটী কথা বলিয়া শেষ করিতে চাই কোন বিশেষ কারণবশতঃ 'ঘূর্ণি'র গানগুলি আমাকে ছাপাখানায় বসিয়াই অতি অল্প সময়ের মধ্যে রচনা করিতে হয়।

প্রথম সংস্করণে এইজন্য অনেক ত্রুটী রহিয়া গেল। ইতি—

উত্তর ব্যাঁটরা।
হাওড়া।
জানুয়ারী, ১৯৪১ সাল।

বিনয়াবনত—
শ্রীগৌর সী।

চরিত্রবৃন্দ

পুরুষ

স্যার প্রভাকর ভৌমিক	...	...	ধনী ব্যবসায়ী।
সাগর ওরফে অশোক পাকড়াশী		...	???
রঘু সর্দ্দার	...	...	দস্যু।
বিনায়ক দত্ত	...	...	ইনটারন্যাশান্যাল্ ক্রিকেটার্।
উৎপল সেন, রাজীব, মিঃ রায়	...	...	ভারতীর কলেজের বন্ধুগণ।
মেঘা, কাল্লু, নারাণ, সুনীল, ভোলা, নিরঞ্জন ইত্যাদি	...	...	দস্যু সহচরগণ।
মিঃ সোম, মিঃ গুহ	...	...	পুলিশ ইনেস্পেক্টারদ্বয়

চাকর, অনুচরগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

মন্দিরা	...	...	স্যার প্রভাকরের স্ত্রী।
সন্ধ্যা	...	...	ঐ শ্যালিকা।
ভারতী	...	...	ঐ বিদুষী কন্যা।
তুলসী	...	...	সাগরের সঙ্গিনী।

বীথি, মণিকা, মিসেস্ বটব্যাল্, ঝর্ণা ইত্যাদি।

সংগঠনকারীগণ-

সত্ত্বাধিকারী	...	...	সিটি এনটারটেনার্স।
প্রযোজনা	...	...	শ্রীপ্রভাত সিংহ।
নাট্য পরিচালনা	...	...	„ অহীন্দ্র চৌধুরী।
দৃশ্যপট	...	...	„ মনীন্দ্র দাস (নান্টুবাবু)।
নৃত্য পরিকল্পনাকারী	...	...	„ হেমেন্দ্রকুমার রায়।
স্বরশিল্পী	...	...	„ ধীরেন্দ্রনাথ দাস।
নৃত্য শিক্ষক	...	...	„ অনাদি মুখোপাধ্যায়।
সঙ্গীত শিক্ষক	...	...	„ হরিদাস মুখোপাধ্যায়।
তন্ত্রধার	...	...	„ মণিমোহন চট্টোপাধ্যায়।
			„ অধীরকুমার ঘোষ।
			„ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য।
			„ কুলদাভূষণ সেনগুপ্ত।

প্রথম অভিনয় রজনীর রূপশিল্পীরা

১।	স্যার প্রভাকর ভৌমিক	...	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী।
২।	সাগর ওরফে অশোকপাকড়াশী		„ ভূমেন রায়।
৩।	রণু সর্দ্দার	...	„ রবী রায়।
৪।	বিনায়ক	...	„ সিধু গাঙ্গুলী।
৫।	উৎপল সেন	...	„ গিরিজা সাধু।
৬।	রাজীব	...	„ কালিদাস চক্রবর্ত্তি।

৭। মিঃ রায় ... ,, ভানু চট্টোপাধ্যায়।

৮। মিঃ সোম ... ,, পবিত্র ভট্টাচার্য্য।

৯। মিঃ গুহ ... ,, বিপিন বসু।

১০। মেঘা ... ,, শম্ভু মিত্র।

১১। নারাণ ... ,, গোপাল মুখোঃ।

১২। কাল্লু ... ,, (মাষ্টার)নেপাল বসু

১৩। মন্দিরা ... ,, শ্রীমতী উষা দেবী।

১৪। ভারতী ... ,, শান্তি গুপ্তা।

১৫। সন্ধ্যা ... ,, বেলা রাণী (১)

১৬। তুলসী ... ,, পদ্মাবতী।

১৭। বীথি ... ,, লাবণ্য দাস।

১৮। মিসেস্ বটব্যাল ... ,, আঙ্গুর বালা।

১৯। ঝর্ণা .. ,, উষারাণী।

অনুচরগণ—

শ্রীযুক্ত জীবন চট্টোপাধ্যায়, গোপাল নন্দী, গোপী দে, কালাচাঁদ দাস, রামকৃষ্ণ সরকার, ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী, বীরেন দাস, অরুণ মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত সরকার, কানু চক্রবর্ত্তী তুষারকান্তি মুখোপাধ্যায়।

তরুণী ও বান্ধবীরা—

শ্রীমতী বেলারাণী (২), রাণীবালা, কিশোরী বালা, রেখা দত্ত, রাণীবালা, (২), প্রতিমা, বীণা, রেণু।

উৎসর্গ

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহোদয়

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

গুরুদেব—

একদিন আমায় ব'লেছিলেন—"গৌর, হতাশ হ'য়োনা—নাট্য-জগতের সকল দ্বার আজ তোমার কাছে রুদ্ধ থাকলেও প্রতিমুহূর্ত্তে আঘাত ক'রে যাও, একদিন না একদিন তা উন্মুক্ত পাবে—।" ... আপনার সেই আশ্বাসবাণী আশীর্ব্বাদরূপ ধরে সর্ব্বদা আমাকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করতো তাই আজ সুদুর্লভ নাট্যকার খ্যাতিলাভে আমি সম্মানিত!

কৃতজ্ঞভরা হৃদয়ে আমার এই প্রথম নাট্য-নৈবেদ্যখানি আপনারি হাতে তুলে দিয়ে ধন্য হলাম।

ইতি—

বিনীত—

শ্রীগৌর সী

"ঘূর্ণি"

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

নলডাঙ্গা। রণু সর্দ্দারের আস্তানার একটী কক্ষ।

(আশে পাশের ঝোপ ও জঙ্গলের মধ্যে বহু পুরাতন ইমারতখানি বাহির হইতে "পোড়ো" বাড়ী বলিয়াই পথিকদের ভ্রম হয়। রাত্রে এই ঘরের এক নিভৃত কক্ষে আলো জ্বলিয়া উঠে, মদের স্রোত বয়, সুন্দরী তরুণীদের কলহাস্যে ভরিয়া উঠে। রণু সর্দ্দারের সহচরেরা এইখানে দিনান্তে আসিয়া নিজেদের দৈনন্দিন কাজ লইয়া সর্দ্দারের সহিত পরামর্শ করিয়া যায়। দৃশ্য উন্মুক্তের সহিত একখানি সুদৃশ্য কক্ষ দেখা গেল। কক্ষের চারিদিকে ছোট টেবিল ও চেয়ার পাতা রহিয়াছে—পিছনে একটী 'রেলিং' ঘেরা সোপান সরাসর দ্বিতলে চলিয়া গিয়াছে। কক্ষের মধ্যস্থলে কতকগুলি তরুণী গান গাহিয়া নাচিতেছে। মেঘা একটী মদের বোতল ও গেলাস রক্ষিত টেবিলের ধারে বসিয়া গভীর চিন্তামগ্ন। আশেপাশে বসিয়া অনেকগুলি পুরুষ মদ খাইতেছে। কেহবা নেশার ঝোঁকে মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া আছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক লইয়া এই দলটী গড়িয়া উঠিয়াছে।

সময় রাত্রি ১০ ঘটিকা।)

তরুণীগণ-

গান।

বসন্ত আজ দোল দিয়ে হায়।
ফুটলো বনে।
সেই রঙে আজ রাঙিয়ে দিলে
সারা ভুবনে॥

নিবিড় কালো আকাশ পথে,
কে এল' ঐ সোণার রথে,
রাজ কুমারীর ঘুম ভাঙাতে,
স্বপন পুরীর অঙ্গনে॥

পুষ্প কোমল হিয়ার মাঝে।
কি সুর আজি মধুর বাজে,
দোদুল দোলায় দুলিয়ে দিয়ে,
ভ্রমর বঁধুর গুণ্ গুণে॥

(গান শেষে একটী তরুণী মেঘার দেহ সংলগ্ন হইয়া আদুরে স্বরে বলিল)

তরী। মেঘা! মুখখানা তোর অমন কেন ভাই?

মেঘা। যা, যা সরে যা—ভাল লাগে না।

২য় তরুণী। ভাল লাগবে কেন? বুঝ্লি না তরী তুলসী যে পাত্তাই দেয় না।

মেঘা। এই চুপ কর, তুলসীকে নিয়ে যা তা বলবি ত' মুখ থাবড়ে ভেঙ্গে

দেব! ফূর্ত্তি কর্‌বার ইচ্ছে থাকে　কর—না হয় চলে যা সাম্‌নে থেকে—

১ম ব্যক্তি। (জড়িত স্বরে) আয় তরী, এদিকে আয়। মেয়ে মানুষ কিনা—যেখানে গালাগাল খাবে সেইখানেই যাবে। আমি এত ডাকি তোকে, আমার কাছে আসিস্‌নি কেন? আয়, এই নে মদ খা—

তরী। না, খাব না।

মেঘা। হ্যাঁরে, তুলসী কোথায় গেছে বল্‌তে পারিস্‌?

১ম ব্যক্তি। সকাল থেকে উধাও।

মেঘা। হুঁ! মেয়ে মানুষ হাতে ক্ষমতা পেলে যা হয়। সর্দ্দারের আমলে দেখেছিস্‌ তো, কিছু করবার আগে আমাদের সব পরামর্শ নিতো! এর আমলে দেখ্‌ছিস্‌—কি করে, কোথায় যায়—কিছুই বুঝ্‌বার উপায় নেই! এই মদ দে না……

২য় ব্যক্তি। এই যে দাদা—

মেঘা। ওদের দে…ওদের দে!

(একব্যক্তি মেঘা ও মেয়েগুলিকে মদ ঢালিয়া দিল। এই সময় পুরুষবেশী তুলসী একটী সুন্দরী তরুণীর হাত ধরিয়া টানিয়া আনিতে আনিতে বলিল)

তুলসী। Come along darling! ভয় কি—

(সকলের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িতেই

একি!

(সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিল। তরুণীরা এক ধারে সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল। লোকগুলি মদের গেলাস লুকাইতে লাগিল মেঘা হাসিয়া উঠিল)

তোদের যখন তখন মদ খেতে বারণ করেছিলাম না !

[কক্ষের মধ্যস্থলে অগ্রসর হইল। তাহার সঙ্গিনী ভীতি ব্যাকুল দৃষ্টি লইয়া সকলের দিকে চাহিল]

আমার কথা অবহেলা করবার সাহস কে তোদের দিয়েছে ! Get out, get out ! ফের যদি দেখি এই সব হুল্লোর হ'চ্ছে তাহ'লে চাবকে পিঠের চামড়া তুলে দেব...যা বেরিয়ে যা—

[মেঘা ব্যতীত সভয়ে তাহারা প্রস্থান করিল।

(মেঘা দাঁড়াইয়া)

মেঘা। আমিই ওদের মদ খেতে বলেছিলুম তুলসী !

ঝর্ণা। (অস্ফুটস্বরে) তুলসী !

তুলসী। সে আমি জানি।

(মেঘা হাসিতে হাসিতে তুলসীর :সঙ্গিনীর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিল। তুলসী মেয়েটীকে বলিল)

এস, দাঁড়িয়ে কেন ?

ঝর্ণা। (সভয়ে) এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে অরুণ ?

তুলসী। কেন ? The Devil Studio, ফিলিম্ করবে না ? বড় অভিনেত্রী হবে না ? একদিনে famous ক'রে দেব ! ভয় কি—বস'—cold drink or a glass of—

ঝর্ণা না, না, আমার কিছুই চাই না—আমায় যেতে দাও।

। রণু সর্দ্দারের নাম শুনেছ কখন ? তুমি এসে সেঁধিয়েছ তারি গর্ত্তে। এখান থেকে বেরোবার দাম কত জান ? ১০,০০০৲ টাকা ! হাঃ হাঃ হাঃ !

ঝর্ণা ১০,০০০৲ টাকা আমি কোথায় পাব ?

(তুলসী পকেট হইতে fountain pen বাহির করিয়া একটা pad আগাইয়া দিল)

তুলসী। নাও, লেখ!

ঝর্ণা। কি?

তুলসী। লেখ, "বাবা! আমি বড় বিপন্না। আমার মুক্তির দাম ১০,০০০৲ টাকা।"

(ঝর্ণা না লিখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আর্ত্তকণ্ঠে কহিল)

ঝর্ণা। মুক্তির দাম! তার মানে!

তুলসী। অতি সহজ! লেখাপড়া শিখেছ নিশ্চয়। কি লিখ্‌বে না?

(মেয়েটি চারিদিকে তাকাইতে লাগিল)

পালাবার চেষ্টা করো না—পারবে না! মেঘা!

(মেঘা পথরোধ করিল)

মেঘা। হাঃ—হাঃ—হাঃ!

ঝর্ণা। অরুণ! অরুণ! তুমিতো ব'লেছিলে—

তুলসী। অরুণ! অরুণ! কে তোমার অরুণ?

(তুলসী টুপি ও কোট খুলিয়া ফেলিতেই মুক্তবেণী বাহির হইয়া পড়িল)

ঝর্ণা। একি তুমি স্ত্রীলোক!

তুলসী। আমার সময় নষ্ট করো না—যা বলেছি—কেঁদে নদী তৈরী ক'র্‌লেও নিস্তার নেই। ভাবনা কি, বড় লোকের মেয়ে তুমি। Now লেখ!

(ঝর্ণা কলম লইল)

That's fine, লেখ—"বাবা—আমি বড় বিপন্ন, আমার মুক্তির দাম ১০,০০০৲ টাকা। লোকটীকে কোন প্রশ্ন না ক'রে পত্রপাঠ টাকা পাঠিয়ে দেবে, না হ'লে জীবনে আমাকে আর দেখতে পাবে না।" সই কর—চমৎকার, "ঝর্ণা সেন," ঠিকানাটা?

(খামে পুরিতে পুরিতে)

সুন্দর হাতের লেখা। কাল্লু!—

(কাল্লুর প্রবেশ)

তুলসী। খুচরো নোট—বুঝলি—

কাল্লু। হ্যাঁ, দিদিমণি!

[প্রস্থান

ঝর্ণা। তোমাকে আমি সহজে ছাড়বো না—পুলিশে খবর দিয়ে সব সায়েস্তা ক'রে তবে আমার অন্য কাজ।

তুলসী। পুলিশ! সে চেষ্টাতো তোমার বাবা যথাসাধ্য ক'রেছেন। আমাদের সঙ্গে কারবার ক'রেই তোমার বাবা আজ লক্ষপতি, Rolls চ'ড়ে বেড়াচ্চেন। সহরের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হ'য়েছেন, এমন নেমকহারাম তোমার বাবা যে, আমাদের ধরিয়ে দেবার জন্য পুলিশের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রছিলেন।

মেঘা। একি মুকুন্দ বাবুর মেয়ে নাকি? বাহাদুরী আছে তোর তুলসী!

ঝর্ণা। আমার বাবা তোমাদের সঙ্গে কারবার করতেন?

তুলসী। হ্যাঁগো হ্যাঁ, তোমার বাবা। তোমার মুক্তির দাম চেয়েছি মোটে ১০,০০০৲ টাকা। পুলিশ যদি আমাদের ধ'রতে পারতো, আমরা মুক্তি পেতাম কোথায় জান? হয় ফাঁসী কাঠে ঝুলে, নয় আন্দামান দ্বীপে গিয়ে।

ঝর্ণা। আমার বাবা—আমার বাবা—

[প্রস্থানোদ্যত।

তুলসী। যাচ্ছো কোথায়? টাকাটা আগে আসুক—তারপর। একে আমার শোবার ঘরটার পাশের ঘরটায় চাবি দিয়ে রাখবি। যা—নিয়ে যা—

মেঘা। চল—চল—

তুলসী। (হাসিয়া) Good bye my Film Actress !

[মেঘা ও ঝর্ণার প্রস্থান

চমৎকার ভেসে চ'লেছি—জানিনা এর পরিণাম কোথায় ?

(জনৈক কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ লোকের প্রবেশ)

লোকটী। পেন্নাম হইগো দিদিমণি !

তুলসী। কিরে নারাণ ?

নারাণ। ভাল খবর দিদি !

(লোকটী কথা বলিতে বলিতে হাতের ও পায়ের ন্যাকড়া খুলিতে দেখা গেল দীর্ঘ সুস্থ সবল মূর্ত্তি)

রসুলপুরের জমিদার আসছেন সস্ত্রীক, হাজার হাত কালী দেখতে। বৌটার পা থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত হীরে জহরতে মোড়া ! সঙ্গে নগদও আছে হাজার পাঁচেক।

(মেঘার প্রবেশ)

তুলসী। মেঘা, আজ সন্ধ্যেয় রসুলপুরে—

মেঘা। আজতো গজেনের পালা—(স্বগত) সাগর আসছে বলে আমাকে সরাবার মতলব—না ! আচ্ছা !

তুলসী। (ভাবিয়া) গজেন !—না, নারাণ, তোর উপরই ভার রইল। জনদশেক হলেই হবে, কি বলিস্ ?

নারাণ। হ্যাঁ, দিদিমণি !　　[প্রস্থান

মেঘা। তোকে বেড়ে মানিয়েছে মাইরী !

তুলসী। আব্বাস !

[তুলসী চাবুক তুলিয়া আন্দোলিত করিল)

মেঘা। সত্যিই যে চাবুক তুল্‌লি!

তুলসী। চুপ কর!

মেঘা। চিরকালটাত চুপ ক'রেই আছি।

(সুনীলের প্রবেশ)

সুনীল। দিদিমণি!

তুলসী। কিরে সুনীল!

সুনীল। মুকুন্দপুরে আগুন লেগে যা কিছু ছিল সব পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। চারিদিকে হাহাকার—

তুলসী। হুঁ, কাল রাত্তিরে তাদের মায়ের মন্দিরে হাজির থাকতে বলবি বুঝলি?

[সুনীলের প্রস্থান

(এই সময়ে ভোলার সঙ্গে জড়সড়ভাবে ভীত নিরঞ্জন প্রবেশ করিতেই তুলসী কিছু না বলিয়াই সহসা তীব্রবেগে নিরঞ্জনকে চাবুক মারিতে লাগিল। সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল)

তুলসী। এই যে এসেছিস বেইমান—

নিরঞ্জন। আমি সত্যি বল্‌ছি তুলসীদি, আমি কিছু করিনি। আমাকে মেরনা—আমাকে মেরনা।

(তুলসী চাবুক আন্দোলিত করিয়া)

মিথ্যে ব'লে পার পাবি ভেবেছিস? শীগ্‌গির বল্ কী ক'রেছিস্ তুই?

নিরঞ্জন। বল্‌ছি বল্‌ছি—উঃ! ষ্টেশন থেকে থাতাটা নিয়ে বরাবর আমি আড্ডার দিকে আস্‌ছিলুম···

তুলসী। মিথ্যে কথা! ভোলা ব'লেছে তুই কোলকাতার দিকে মোটর ছুটিয়েছিলি। ফের যদি বল্‌বি—

(শূন্যে চাবুক আন্দোলিত করিল)

নিরঞ্জন। (সভয়ে) না, না, মিথ্যে কথা ব'লেছে ভোলা। ও আমাকে মিছি মিছি বিপদে ফেলবার জন্যে অনেকদিন ধরেই চেষ্টা ক'রছে।

তুলসী। ভোলা!

ভোলা। না দিদিমণি, ও মিথ্যেবাদী!

(নিরঞ্জন গর্জ্জন করিয়া)

নিরঞ্জন। আমি—না তুই?

(ভোলা সভয়ে পিছাইয়া)

ভোলা। দেখলেন দিদিমণি, কি রকম অভদ্র—আপনার সাম্‌নেই অসভ্যের মত চেঁচাচ্ছে!

মেঘা। হাঃ, হাঃ, হাঃ,—

নিরঞ্জন। প্রমাণ যদি না করতে পারিস্‌ ভোলা, এই যে আমি মার খেলাম এর জন্যে কি করবো জানিস্‌? দিদিমণির পায়ের ধুলো নিয়ে সেই হাতে তোর গলা টিপে জিব ছিঁড়ে আনবো।

মেঘা। হাঃ—হাঃ—হাঃ—

(তুলসী গর্জ্জন করিয়া ভোলাকে বলিল)

তুলসী। তোকে যা জিজ্ঞাসা করলাম—তার উত্তর দে!

ভোলা। (সভয়ে) আজ্ঞে, এই দিচ্ছি দিদিমণি! মাধব পশ্চিম থেকে তার বউকে সঙ্গে ক'রে আনবার সময় বৌয়ের পোটম্যান ক'রে আ[illegible] মণ আফিম্‌ [illegible]নছিল—আপনি নিরেকে আর আমাকে পাঠালেন তো ষ্টেশন থেকে জিনিষটা আমাদের আড্ডায়

আন্‌বার 'জন্যে? আমি মুকুন্দর ঘোড়ার গাড়ীটা নিয়ে কোচোয়ান সেজে ষ্টেশনে গেলুম আর নিরে গেল মালখালাসী কুলী সেজে?

(তুলসী বিরক্তিভরে)

তুলসী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও সব আমি জানি—তারপর কি হল' বলনা?

ভোলা। আজ্ঞে, বল্‌ছি দিদিমণি, মাধব তার বৌকে নিয়ে উঠলো আমার গাড়ীটায়, এমন সময় বিন্দে ঘোমটাটাকে তুলে চেঁচিয়ে বল্লে—"ঐ গো নিরেটা পোটম্যান নিয়ে মোটরে উঠছে—"

মেঘা (হাসিয়া) হ্যাঁরে ভোলা, বিন্দেটাকে বউ সাজাতে কেমন দেখিয়েছিলরে?

তুলসী (গম্ভীরস্বরে) কাজের সময় ঠাট্টা তামাসা করিস্ না মেঘা! চুপ করে ব'সে থাকতে পারিস্ ত' থাক, না হয় সাগর আসবে এখনি তার মোটঘাটগুলো ঘাড়ে করে তুলে আনবার জন্যে গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াগে যা!

মেঘা সাগরের মোটঘাটগুলো না তুলে যদি তার টুঁটী ধরে নিয়ে আসি…?

তুলসী। সাগর জানে তোর মত অপদার্থ বাক্যবাগীশ্‌কে পায়ের তলায় রাখতে হয় কেমন করে। চিরকাল তার পায়ের তলায় পড়ে থাকতে হবে—তার ঘাড়ে হাত দেবার ক্ষমতা তোর নেই।—শীগ্‌গির বল ভোলা, আমার সময় নেই…তারপর?

ভোলা তারপর দিদিমণি, মাধব আর আমি গিয়ে একেবারে ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লাম, তারপর ওকে এখানে নিয়ে এলাম।

নিরু। তুই নিয়ে এলি না আমি নিজে এলাম?

তুলসী। নিরে! এর পরেও বলবি তুই কিছু করিসনি? তুই আমাদের জিনিষ বাট্‌পাড়ি করে কলকাতায় যাচ্ছিলি বিক্রী ক'রতে?

নির। আমি ব'ল্‌ছি দিদিমণি, ঐ ভোলা বিন্দেকে ফোসলাচ্ছিলো। বিন্দেকে ও হাত ক'রেছে আর মাধবের সঙ্গে সঙ্গে আধাআধির ব্যবস্থা ক'রেছে। এর আগে ভোলা যেখানে যেখানে মাল সরিয়েছে, আমি সন্ধান নিয়েছি দিদিমণি, দোকানে গিয়ে আমি প্রমাণ করিয়ে দেব' ভোলা কি ক'রেছে।

ভোলা দেখেছেন দিদিমণি, কি রকম মিথ্যেবাদী!

তুলসী। আচ্ছা, তোকে আমি এখন ছেড়ে দিলাম। নিরঞ্জন, যদি প্রমাণ করতে পারিস্‌ ভোলা, মাধব আর বিন্দে ঐসব কাজ করেছে তা হলে তোকে যত ঘা চাবুক মেরেছি তত বোতল মদ দেব' আর এই শঙ্কর মাছের চাবুক দেব' তোর হাতে, ভোলার দলের পিঠের চামড়া তুলে আনবার জন্যে…যা এখন।

[ভোলার প্রস্থান

নির (পা ছুঁইয়া) তুলসী দি, ঐ নেমকহারামদের যদি তোমার কাছে ধরিয়ে দিতে না পারিতো নিজের হাতে নিজের গলা টিপে ম'রবো!

[প্রস্থান

তুলসী। মদন!

(মদনের প্রবেশ)

নিরে, ভোলা, বিন্দে আর মাধবের ওপর খুব কড়া নজর রাখবি —পালিয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে না আড্ডা পাতে।

[মদনের প্রস্থান

মেঘা। (হাসিয়া) কি চমৎকার বিচার! মেয়েমানুষের বিচার কিনা—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

তুলসী। (সক্রোধে) কেন?

মেঘা। নির্দ্দোষী যে সেইটেই মার খেয়ে ম'লো। মেয়েমানুষ ক্ষমতা পেলে যা হ'য়ে থাকে—

তুলসী। মেঘা, তুই যদি ভদ্রভাবে কথা কইতে না পারিস তা'হলে তার ব্যবস্থা আমাকে এখুনি করতে হবে।

(মেঘা উঠিয়া দাঁড়াইল)

মেঘা। ব্যবস্থাটা কি শুনি?

তুলসী। এই চাবুক তোকে শেখাবে মেয়েদের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা কইতে!

(মেঘা তুলসীর নিকটে গিয়া)

মেঘা। রাগলে তোকে এত সুন্দর দেখায় তুলসী!

তুলসী। সরে যা, নইলে চাবুক—

মেঘা। তুই আমাকে পাগল করেছিস্ তুলসী।

(মেঘা তুলসীর হাত হইতে চাবুক কাড়িয়া পিছনে ফেলিতেই চাবুক গিয়া পড়িল সাগরের হাতে। সাগর পূর্ব্বেই নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়াছিল। সাগর প্রচণ্ডশব্দে চাবুকের শব্দ করিল, মেঘা পিছনে ফিরিয়া দেখিল সাগরকে। তুলসী সাগরের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল)

তুলসী। সাগর, সাগর—কখন এলে সাগর?

(সাগর তুলসীকে সরাইয়া দিল। তাহার চক্ষু বাঘের মত জ্বলিতেছিল। সহসা প্রচণ্ড লাফ দিয়া মেঘাকে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল)

সাগর। মেঘা, তুই দাদুর কাছে অনেকদিন আছিস্. তাই তোকে বেশী কিছু ব'ল্লাম না ; কিন্তু ফের যদি তুলসীর গায়ে হাত দিস্, তোকে কুকুরের মত গুলি ক'রে মারবো।

(রণু সর্দ্দারের প্রবেশ)

সর্দ্দার। কাকে শাশাচ্ছিস্‌রে সাগর? একি, মেঘা ওরকম করে পড়ে কেন?

সাগর। তুলসীর গায় হাত দিয়েছিল। অসভ্য, বর্ব্বর, Scoundrel! এরকম লোককে প্রশ্রয় কেন যে দাও দাদু বুঝতে পারি না।

সর্দ্দার। মেঘা!

মেঘা। আমার কি দোষ সর্দ্দার! মুনি ঋষিদেরই মন ট'লে যায় তো আমি কি করব?

(কথার সঙ্গে সঙ্গে তুলসী সাগরের হাত হইতে চাবুক লইয়া মেঘাকে মারিতে উদ্যত হইল .....মেঘা চীৎকার করিয়া সভয়ে সর্দ্দারের পিছনে লুকাইল)

মেঘা। সর্দ্দার—সর্দ্দার!

সর্দ্দার। যাক্—যাক্—আর ঝগড়া গোলমাল করিসনে। তোদের সব লেখাপড়া শিখিয়েছি তুলসী—মাথা ঠাণ্ডা করে সব কাজ করিস। আজ সাগর এসেছে, আনন্দ কর সবাই। এই নে চাবী মেঘা, আলমারী খুলে যত ইচ্ছে মদের বোতল নিয়ে আয়। আমোদ কর, সবাই আমোদ কর। তুলসী, শোন এদিকে আয়। তোর সঙ্গে একটা কাজের কথা আছে।

তুলসী। আজ কোন কাজের কথা শুন্‌তে চাইনে দাদু! সাগর এসেছে, আজ আমাদের সকলের ছুটী!

সর্দ্দার। বেশ—বেশ—তাই হোক! কই মেঘা, গেলিনি?

মেঘা। যাচ্ছি সর্দ্দার।

(সাগরের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া নিম্নস্বরে "আচ্ছা" বলিয়া চলিয়া গেল)

তুলসী। মেঘা সাগরের দিকে কি রকম ভাবে চেয়ে গেল দেখ্‌লে দাদু! মনে হল সুবিধে পেলে ও সাগরকে নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেল্‌বে।

সর্দ্দার। মেঘা আমার দুর্ব্বলতা ধরে ফেলেছে তুলসী! আমার ব্যবসার অনেক গোপন তথ্য ও জানে, আর জানে কেমন করে দলের লোকদের সায়েস্তা রাখতে হয়। একদিন ও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল, তাই ওকে শাসন করতে আমার হাত ওঠেনা সাগর। শুধু আজকে বলে নয়—আরও অনেক দিন লক্ষ্য ক'রেছি ও যেন ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে চায়।···আমারই দোষ, একদিন কবে ব'লেছিলাম যে আমার মরবার পর ওকেই গদী দিয়ে যাব।

সাগর। তুলসীর গায়ে হাত দিতে তাই ও সাহসী হ'য়েছে। তোমার মরবার অপেক্ষাও করতে চায়না। কিন্তু ফের যদি ও ঐ রকম অভদ্র আচরণ করে তা হলে তোমার প্রিয়পাত্র হ'লেও আমি ওকে ক্ষমা ক'রব না বলে রাখছি।

সর্দ্দার। যাক্—যাক্—ওসব নিয়ে মাথা গরম করিসনা। সাগর?···

সাগর। দাদু!

সর্দ্দার। তা'হলে লেখাপড়া ছেড়ে দিলি?

সাগর। শান্ত সুবোধ ছেলের মত ঘরের কোণে বসে লেখাপড়া করতে আমার ভাল লাগেনা দাদু! আর তা ছাড়া যা' শিখেছি

—তাতে মনে হয় তোমার ব্যবসা আমি ভাল ভাবেই চালাতে পারব।

তুলসী। কিন্তু দাদু চায় এখানকার পড়া শেষ করে তোমায় বিলেত যেতে হবে। দাদুর সে আশা এমন করে নিষ্ফল ক'রে দেবার তোমার কোন অধিকার নেই সাগর!

সাগর। তা জানি, কিন্তু দাদুকে ছেড়ে, তোকে ছেড়ে আমি স্থির হ'য়ে থাকতে পারি না, কোন কাজে মন দিতে পারি না।

(সর্দ্দার হাসিল)

সর্দ্দার। তুলসী যদি সঙ্গে থাকে তা হ'লে কাজে মন ব'সবে তো?

তুলসী। আমার ভারী ব'য়ে গেছে। ওর সঙ্গে থাক্‌লে, তোমার কাজ কে দেখবে শুনি?

সর্দ্দার। তোরা যখন ছিলি না তখন আমার কাজ কে দেখত'রে?

[তুলসীর প্রস্থান

সর্দ্দার। তা হ'লে সত্যিই আর যাবিনে সাগর? বেশ ভাই বেশ, তাই হোক, এইবার এই বুড়োকে রেহাই দে - রেহাই দে। তুই ভার নিয়ে আমায় ছুটী দে।

সাগর। ছুটী কি আর সহজে মেলে দাদু—

[সাগরের প্রস্থান

সর্দ্দার। সেই সাগর! সদ্য বাপ-মা হারা ছেলে কোলে ক'রে বুকে ক'রে আগ্‌লে নিয়ে বেড়িয়েছি······সেই সাগর আজ মহাসাগর! কিন্তু না—আর ভাববো না—

[বিচলিতভাবে প্রস্থান

[লোকজন খাবার, মদ, সরবৎ প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিয়া গেল]

(তুলসী ও সাগরের পুনঃ প্রবেশ)

তুলসী। আচ্ছা সাগর, তোমার ব্যাপারটা কি বল ত? হঠাৎ ক'লকাতা ছেড়ে, পড়া ছেড়ে এখানে কেন চলে এলে?

সাগর। ঐ যে বল্লুম তোদের ছেড়ে কোথাও থাকতে পারি না তুলসী! দাদুর কথা, তোর কথা, সর্ব্বদাই আমাকে ব্যথা দিত।

তুলসী। ও-সব কথা ব'লে আমাকে ভোলাতে পারবে না সাগর। আমি লক্ষ্য ক'রেছি কি একটা অব্যক্ত জ্বালা তোমায় দিবারাত্র যন্ত্রণা দিচ্ছে। কি তা আমি জানি না। আমি অনেক ভেবে দেখিছি, কিন্তু ঠিক ক'রতে পারিনি—আমায় বল সাগর।

সাগর। কি সব বাজে কথা বক্‌ছিস্—বল ত?

তুলসী। বাজে? ঈশ্বর করুন তাই হোক। কিন্তু তুমি আমায় ভুল বুঝিও না। আমায় বল তোমার ব্যথা কোথায়?

(নিঃশব্দে সর্দ্দার প্রবেশ করিয়া উহাদের লক্ষ্য করিল। সহসা তার মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিতেই, সন্তর্পণে উহাদের দিকে অগ্রসর হইল)

সাগর। এ আজ তোর কি হ'লো বল্‌তো তুলসী?

(সহসা সর্দ্দার হাসিয়া উঠিতেই উভয়ে লজ্জিতভাবে সরিয়া দাঁড়াইল)

সর্দ্দার। ওরে সাগর, তোদের যে কথা ফুরোয় না দেখছি। অনেক দিন পরে দেখা—কি বল দাদা?—ওরে, তোরা সব এদিকে আয়।

(অনুচর ও তরুণীদের প্রবেশ)

আজকে সাগর এসেছে, ও থাকবে এখানে, আর ফিরে যাবে না।

—তোদের মাঝেই থাকবে। (অনুচরেরা হুর্‌রে হুর্‌রে !) আজ থেকে ওই তোদের সর্দ্দার হ'লো—বুঝ্‌লি (অনুচরেরা হুর্‌রে, হুর্‌রে।) আমার সাগর—আজ থেকে তোদের—আমার —সকলের সর্দ্দার। আজ থেকে সাগর সর্দ্দার !

অনুচরগণ। হুর্‌রে, হুর্‌রে, হুর্‌রে !

সর্দ্দার। তোরা নাচ—গা—স্ফূর্ত্তি কর।

(তরুণীরা নাচিতে ও গাহিতে লাগিল)

তরুণীগণ—

গান।

মোরা স্বপন দেখি গো—
সোনার বরণ রাজার কুমার মুকুট মাথায় দিয়া ;
মোদের চোখে চোখ্ রেখে সে কইল' মোদের প্রিয়া।
মোরা স্বপন দেখি গো— ॥
আয় প্রিয় আয় সবার মাঝে,
গান গেয়ে যাই অনুরাগে,
চির গোপন মনের কথা,
জাগল' আজি গুঞ্জরিয়া—গুঞ্জরিয়া···
মোরা সব ভুলেছি গো—
যেন বন হরিণের কালো চোখে নীল আকাশের ছায়া,
তোমার সেই চোখেতে ভাসে প্রিয় সারা বনের মায়া ॥

(সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়া রহিল। এই অবসরে মেঘা সন্তর্পণে সাগরের পিছনে আসিয়া ভয়চকিত দৃষ্টিতে সকলকে

দেখিয়া কাগজের মোড়ক খুলিয়া সাগরের সরবতের গ্লাসে কি ঢালিয়া দিল। কিন্তু সর্দ্দার লক্ষ্য করিল। সাগর গ্লাস তুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই সর্দ্দার কোমর হইতে পিস্তল বাহির করিয়া গুলি করিয়া গ্লাস চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল। মুহূর্ত্তে নৃত্য বন্ধ হইয়া গেল। মেঘা পলাইবার চেষ্টা করিতেই)

সর্দ্দার। ধর—ধর—ওকে ধর !

(সকলে তাহাকে ধরিয়া আনিতেই ধীরে ধীরে যবনিকা নামিয়া আসিল।)

——:*:——

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—স্যার প্রভাকরের ড্রইং রুম।

সময়—রাত্রি ১॥০টা।

(আধুনিক রুচি উপযোগীভাবে কক্ষটী সজ্জিত। প্রভাকর বই পড়িতেছেন, কিয়ৎক্ষণ কক্ষ স্তব্ধ রহিল। বাহির জগতের দুর্যোগময়ী আকাশ কোলে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে—গৃহের সার্সির ভিতর তাহা ক্ষণে ক্ষণে প্রতিফলিত হইতেছে। ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেই ভারতী উঠিয়া আসিয়াছে। পিতার কাছে আসিয়া বাহির—দুর্যোগের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর অস্ফুট স্বরে ডাকিল—)

ভারতী। বাবা!

প্রভাকর। (চমকিয়া) এখনও জেগে! ঘুমুস্‌নি?

ভারতী। ঘুম ভেঙ্গে গেল বাবা!

প্রভাকর। ও!

(ভারতী টেবিল গুছাইতে লাগিল। খানিকক্ষণ উভয়ে নীরব রহিল, অবশেষে ভারতী কহিল)

ভারতী। বাবা!

প্রভাকর। কি মা?

ভারতী। খোকা মানে কি বাবা?

প্রভাকর। (সাশ্চর্য্যে) মানে?

ভারতী। ঐ যে মা থেকে থেকে 'খোকা' 'খোকা' বলে চেঁচিয়ে ওঠে—খোকা জিনিষটা কি? Etherial or substantial? বাস্তব জগতে খোকা অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু মায়ের ঐ পাগলামোর ভেতরে খোকার allusionটা কি তুমি বলতে পার বাবা?

প্রভাকর। ওটাকে একটা ঝোঁক্ বলা যেতে পারে। কোন পাগল যেমন কাপড় পরতে চায় না—যাই দাও ছিঁড়ে ফেলে দেয়······কোন পাগল যেমন আবর্জ্জনার মধ্যেই থাকতে ভালবাসে, আবার একরকম পাগল আছে মা, যারা মানুষের accident বা মৃত্যু দেখলে শুধু হাসতে থাকে······

ভারতী। কিন্তু খোকার ঝোঁক অদ্ভুত! কত রকম পাগল যে আছে বাবা সংসারে!

প্রভাকর। অল্পবিস্তর সবাই পাগল মা। কিন্তু বেশী হ'লেই মারাত্মক। ঝোঁক্ সকলেরই আছে—যেমন ধর, তোমার মায়ের ঐ 'খোকা'—তোমার মাসীমার তোমার মায়ের জন্য শ্বশুর বাড়ীর কথা ভুলে যাওয়া ও একটা ঝোঁক্···তোমার ঝোঁক ডাক্তারি শেখা···

ভারতী। ডাক্তারী শেখা পাগলামী? না, মায়ের ছোঁয়াচ তোমায় লেগেছে বাবা!

প্রভাকর। তা ছাড়া আর কি ব'লবো, তোমার বয়সী মেয়েরা বিয়ে থা ক'রে সংসারী হয়ে পরম' আনন্দে দিন কাটাচ্ছে। তুমি কলেজের ডিসেক্‌টিং রুমে গিয়ে মরা মানুষের গায়ে ছুরি চালাচ্ছ' কারণটা কি—না ঐ ঝোঁক্!

ভারতী। তোমার কিসের ঝোঁক বাবা?

প্রভাকর। সেটা ত' আমি ব'লতে পারবো না মা! মানুষ আর একজনকে যত সহজে পাগল ব'লতে পারে নিজের বেলায় তা পারে না।

যেদিন ঐ দুর্ব্বলতা তার যাবে সেদিন তো তারা জাতীশ্বর হ'য়ে যাবে।

ভারতী। Nation and God! সে কি বাবা!

প্রভাকর। Nation and God!

ভারতী। ঐ যে বল্‌লে জাতি আর ঈশ্বর!

প্রভাকর। মানে?—(ভাবিয়া) ও! হাঃ হাঃ হাঃ! জাতিস্মর হাঃ হাঃ—না না, জাতিস্মর—জাতিস্মর মানে—

ভারতী। থাক, আর মানে বলতে হবে না। কিন্তু যা বুঝতে পার না সে সব quote কর কেন? দার্শনিকের মত বানিয়ে বানিয়ে বিদ্যে জাহির ক'রছিলে,—আমার কাছেই ব'লে রক্ষে, নইলে কোন সভাসমিতিতে হ'লে…উঃ! কি ভীষণ অপদস্থ হ'তে বলত' বাবা!

প্রভাকর। (লজ্জিতভাবে) একটা বইয়ে পড়েছিলাম মা!

ভারতী। এবার থেকে যা পড়বে বানান ক'রে প'ড়ো।

(ভারতী গিয়া একটা arm chairএ গা ঢালিয়া দিল)

প্রভাকর। ঘরে গিয়ে শুগে যা না!

ভারতী। তুমি শোবে বাবা?

প্রভাকর। ঘুম কি আর হবে আজ?

(সিগারেট ধরাইয়া একখানা বই পড়িতে লাগিলেন। ভারতী আবার শুইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ কক্ষ স্তব্ধ রহিল)

ভারতী। (সহসা) তোমার বয়স কত বাবা?

প্রভাকর। কি?

ভারতী। তোমার কত বয়স হ'লো বাবা?

প্রভাকর। কেন বল্‌তো ?

ভারতী। চুলে পাক ধ'রেছে—তাই বলছি।

প্রভাকর। তাই নাকি! এরি মধ্যে…

ভারতী। আমার যা বয়েস তাতে তোমার চুল ও-রকম সাদা হওয়া উচিত হয়নি বাবা, আমার বন্ধুরা বলে—

(নেপথ্যে মন্দিরার করুণ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া গেল' 'খোকা' ওরে 'খোকা'। ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল সন্ধ্যা)

(সন্ধ্যার প্রবেশ)

সন্ধ্যা। এই যে ভারতী তুইও উঠে পড়েছিস্ দেখছি।

ভারতী। কোথায় উঠেছি। শুয়েই ত' আছি।

প্রভাকর। বস' দিদি! আজ আবার হঠাৎ ও-রকম হ'ল কেন? কদিন ত' বেশ ভালই ছিল!

সন্ধ্যা। বর্ষা নেমেছে, মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে—ওর পাগলামোও সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়েছে। ক'দিন ধরে কিছুতেই ওষুধ খাওয়াতে পারছি না, জানালা গলিয়ে ফেলে দেয়। পেড়াপিড়ী করলে চীৎকার ক'রে কাঁদতে থাকে।

প্রভাকর। তুমি ত সব সময়ই ওর কাছে থাক—আচ্ছা, পাগলামীর ঝোঁকটা যখন আসে তখন কি কথা বলে?

সন্ধ্যা। ঐ এক কথা—খোকা, এলি? দেখ, ক'দিন ধরে একটা কথা জিগ্যেস্ করব' ভাবছি।

প্রভাকর। কি কথা?

সন্ধ্যা। ওর ঐ পাগলামীর মধ্যে যেন কোথায় একটা সত্য লুকিয়ে আছে!

প্রভাকর। না, না, তুমি জান না দিদি! বদ্ধ পাগল যারা তাদের তবু পার আছে। আর ঐ যে অর্দ্ধেকটা ভাল আর অর্দ্ধেকটা পাগলভাব ওরা এক এক সময় এমন একটা কথা বলবে লোককে চম্‌কে দেবে। আধ পাগলামীর ব্যাপারই ওই—ওসব কিছু নয়। আমি শুধু ভাবি কেন ওরকম হ'লো? কিসের যে ওর দুঃখ কিছুতো বুঝতে পারছিনা!

সন্ধ্যা। ওর জন্যে আমারও কিছু ভাল লাগে না। স্বামীর ঘরে গিয়েও একবিন্দু শান্তি পাই না, মন অস্থির হয়ে ওঠে, এখানে চলে আসি।

প্রভাকর। তোমার ঋণ কখনও শুধতে পারবো না, তুমি যদি না আমার এ বোঝা—

সন্ধ্যা। না ভাই, বোঝা ব'লো না; আমরা মাকে হারিয়েছিলুম খুব ছোট বেলায়, বাবার কাছে থেকে দুটি বোন আমরা কখনও মায়ের অভাব জানতে পারিনি। সেই বাবা আমার হাতে মন্দিরার ভার দিয়ে গেছেন। মরবার সময় দেখনি—আমার হাতে সঁপে দিয়ে কি এক পরম শান্তিতে তাঁর মুখ ভরে উঠেছিল। বাবার কাছে যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি চীর জীবন ধ'রে আমাকে তা পালন ক'রতেই হবে।

প্রভাকর। কিন্তু তোমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, এঁদের কাছেও ত তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে। কতদিন তোমাকে আমার এই বোঝা বইতে হবে…কতদিন তাদের ফাঁকি দিয়ে চালাবে দিদি?

সন্ধ্যা। জানি, মেয়েদের বিয়ের পর বাপের বাড়ীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক একরকম শেষ হ'য়েই যায়। স্বামীর সংসারই হয় তাদের নিজেদের সংসার। কিন্তু সত্যি করে বল দেখি ছেলে আর

মেয়েতে তফাৎ কি? মেয়ে হয়েছে বলেই কি বাপের সংসারের কথা তাকে ভুলতে হবে?

প্রভাকর। আপন জনের সেবা করা সে তো সাধারণ ব্যাপার। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দের কথা ভাবা সেত' পশু-পক্ষী সবাই ভাবে কিন্তু পরের জন্যে আত্মোৎসর্গ করে বলেই মেয়েরা আমাদের চোখে দেবী—নমস্যা!

ভারতী। বাবা—আত্মোৎসর্গ বানান কর।

সন্ধ্যা। (চমকিয়া) কি রে?

প্রভাকর। আমি কিছু কথা বল্‌লেই ও ভাবে আমি বুঝি lecture দিচ্ছি। ...এই যে তোমাতে আমাতে মেয়েদের কর্ত্তব্য নিয়ে একটু আলোচনা হ'চ্ছে...

ভারতী। আলোচনা ব'লোনা—বল গভীর আলোচনা! রাত দেড়টা দুটোর সময় মাসীমার কাছে তুমি যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রছিলে, লোকের কাছে তুমি খুব বিনয়ী বলে সম্মান পেতে পার বাবা, কিন্তু তোমাদের ঐ সব কথা শুনে আমি হাসি চাপতে পারছিলুম না।

প্রভাকর। কেন?

ভারতী। মাসীমার কথায় বুঝলুম, মাসীমা আমাদের ভার আর বইতে পারছে না।

সন্ধ্যা। তার মানে?

ভারতী। তার মানে - তুমি যখন বল্‌লে আমরা দুটি বোন পরস্পরকে বড্ড ভালবাসি, বেশ সহজ সুন্দর কথা, কিন্তু যেই বল্‌লে ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারি না—বাবা চট্ করে বুঝে নিলেন তুমি গেলে মাকে দেখবে কে?—তোমার কাছেই মা ভাল

থাকে—বাবা বিপদ গুণলেন। তোমার মনের কথা বুঝে তাই মেয়েদের অত বড় বড় certificate দিচ্ছিলেন—যেমন আত্মোৎসর্গ ইত্যাদি।

প্রভাকর। (হাসিয়া) তুই মেয়ে না হ'য়ে ছেলে হ'লে বিলেত থেকে তোকে ব্যারিষ্টার ক'রে আনতুম।

সন্ধ্যা। (হাসিয়া) ওটা serious আর হ'লনা কোনদিন।

(দ্রুতপদে মন্দিরার প্রবেশ)

(তাহার চোখে মুখে উন্মাদের লক্ষণ—সারা পিঠে রুক্ষ চুল ছড়াইয়া পড়িয়াছে—পরণে সাধারণ সাড়ী—মাথায় কাপড় নাই)

মন্দিরা। ওগো! খোকা কাঁদছে—কাঁদছে, শুনতে পাচ্ছ না? যাও নিয়ে এস তাকে। ঐ গেট্‌টার ওপাশে এসে সে কাঁদছে···ভেতরে ঢুক্‌তে পাচ্ছে না।

প্রভাকর। কেন ঢুক্‌তে পাচ্ছে না?

মন্দিরা। তোমার ভয়ে! তুমি ওকে কিছু ব'লোনা—যাও চাবিটা খুলে দিয়ে এস—তাকে নিয়ে এস—কাঁদছে, ও যে কাঁদছে!

প্রভাকর। (চমকিয়া) কই—কে কাঁদ্‌ছে? আঃ! কি পাগলামী ক'রছো!

মন্দিরা। তুমি শুন্‌তে পাচ্ছ' না? পাও না—না? পাবে কি ক'রে, যে ঝড়ের আওয়াজ—যে বৃষ্টির শব্দ।···

সন্ধ্যা। চল্‌ বোন শুবি চল্‌।

মন্দিরা। আমি ঘুমুতে পারি না—মাথার মধ্যে যেন—মাথার মধ্যে যেন—

[মন্দিরা ও সন্ধ্যার প্রস্থান

প্রভাকর। শেষকালে সত্যি পাগল হ'য়ে গেল!

ভারতী। মায়ের পাগলামীটা যেন Chronic collicএর মত! আজকের এই পাগলামীর পর আবার দিন দশ পনের বেশ থাকবে।

প্রভাকর। ভারতী, তুই এবার ঘুমুতে যা মা!

ভারতী। কি ক'রে ঘুম হবে? বাবা, তোমাকে একটা কথা ব'ল্‌বো?

প্রভাকর। কি মা?

ভারতী। আমি আর এ বাড়ীতে থাকবোনা—

প্রভাকর। তার মানে?

ভারতী। আমার পড়ার বড় ক্ষতি হয় বাবা! দিন রাত ডাক্তারদের পায়ের জুতোর মস্‌মশানি—মায়ের ঐ রকম চীৎকার.........
তোমার মুখে হাসি নেই—মাসীমার ঘন ঘন চোখের জল...
না বাবা, এখানে থাকলে আমার পড়াত' কিছু হবেই না তা ছাড়া আমিও পাগল হ'য়ে যাব।

প্রভাকর। তোর মায়ের এই রকম অসুখের সময় তুই বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাবি?

ভারতী। মায়ের যদি সে রকম কোন অসুখ ক'রতো—আমি দিন রাত তাঁর মাথায় আইস্‌ব্যাগ্‌ দিতুম—পা টিপে দিতুম, তাঁর সেবা ক'রতুম। কিন্তু এ ব্যয়রামে আমি থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি। না বাবা, তুমি অমত করোনা, আমাকে অন্য যায়গায় থাকবার অনুমতি দাও।

প্রভাকর। তোর ফ্যাইন্যালের এখনও ক' বছর বাকী—?

ভারতী। তিন বছর।

প্রভাকর। এই তিন বছর তুই আমাদের ছেড়ে থাকবি?

ভারতী। ছেড়ে আমি যাচ্ছি কোথায়—দিল্লী-না মথুরা? থাকবোত"

এই সহরেই। প্রত্যেক রবিবারেই আসবো। আমি শুধু একটু নিরালা খুঁজছি বাবা, এ ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে।

প্রভাকর। কোথায় থাকবি মনে ক'রেছিস্ ?

ভারতী। যেখানে হোক একটা Flat নিয়ে থাকবো ?

প্রভাকর। আমার কোন আপত্তি নেই মা! একা স্বাধীনভাবে বাপ মার চোখের আড়ালে থাকতে চাইছ, তাতেও আমার আপত্তি নেই। আমি নিজের কথাই বলছি—আমি আজকালকার ছেলে মেয়েদের বিশ্বাস করি, জানি তারা হাজার দুঃসাহসের কাজ করলেও অন্যায় তারা কিছু কর'বেনা।

ভারতী। আমার ওপরও তুমি সে বিশ্বাস রাখতে পার বাবা। তোমার মনে আঘাত লাগবার মত কোন কাজই আমি করবোনা।

প্রভাকর। জানি মা জানি, তোকে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি ভাবছি লোকে কি বলবে ?

ভারতী। লোকের কথায় তুমিও ভয় কর বাবা ?

প্রভাকর। একটু করি বৈ কি! লোকের সমষ্টিই সমাজ। এই সমাজের শাসনকে চীর জীবন ধ'রে ভয় ক'রে আসছি—আজও করি। আমি জানি যদিও আজকাল সমাজের সে শক্তি নেই, তার শাসন আলগা হয়ে গেছে, তবু মনে হয় মা, সে যেন ঘুমন্ত বাঘ। তাই তার ঘুম ভাঙ্গাতে আমার ইচ্ছা যায় না।

ভারতী। তুমি যদি অত কথা ভাব বাবা, তাহলে আমার ডাক্তারী পড়া আর হবেনা! আমার জীবনের ঐ একটিমাত্র উদ্দেশ্য—আমার এই কামনা তুমি সফল কর বাবা।

প্রভাকর। পাগলী মেয়ে! আচ্ছা, আচ্ছা যাস্, তাই যাস্। যেখানে গেলে তোর পড়া শোনার ব্যাঘাত না হয় সেইখানেই যাস্।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—ভারতীর Flat.

সময়—রাত্রি দ্বিপ্রহর।

(ভারতীর Flat, দৃশ্য উন্মুক্তের সহিত দেখা গেল অন্ধকারময় শূন্য কক্ষ। বন্ধ জানালার সার্সি হইতে বাহিরের চাঁদের আলো দেখা যাইতেছে। সহসা সেই জানালার বাহিরে কাহার প্রতিবিম্ব পড়িল। ছায়ামূর্ত্তি কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। টর্চ্চের ক্ষীণ রশ্মি জানালার বাহিরে ফুটিয়া উঠিল। সেই আলোয় আগন্তুক একটি ছুরির সাহায্যে জানালা খুলিয়া ফেলিল। জানালা টপকাইয়া নিঃশব্দে ছায়ামূর্ত্তি ভিতরে প্রবেশ করিল। সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া আগন্তুক টর্চ্চের আলো ঘুরাইয়া কক্ষের চারিদিকে দেখিতে লাগিল। দেওয়ালে ইলেক্‌ট্রিক সুইজের উপর আলো থামিল। আগন্তুক সুইচ্‌ টিপিয়া দিতেই কক্ষ আলোকিত হইয়া উঠিল। সেই আলোয় চেনা গেল আগন্তুক সাগর। সাগর হাঁপাইতেছিল। কক্ষের একধারে একটী টিপয়ে ক্রীম্ ক্রাকার বিস্কুটের টিন—Firpoর গোটা দুই রুটী—State express cigaretteয়ের টিন—Lemon Squash—Ash-tray ইত্যাদি রক্ষিত—কক্ষের অন্য পার্শ্বে cup-boardটী Screenয়ে আচ্ছাদিত...আর একদিকে একটী ছোট টেবিল ও গোটা দুই চেয়ার এবং টেলিফোন receiver রক্ষিত। সাগর তাহার জামার পকেট হইতে একটী plan বাহির করিয়া কক্ষের চারিদিকে মিলাইয়া দেখিতে দেখিতে হতাশ স্বরে বলিল—)

সাগর। জহুরীর ফ্ল্যাটে আসতে এ কোন ফ্লাটে এসে পড়লুমরে বাবা !··· যারই ঘর হোক···risk একটু করতেই হবে, তারপর যা হবার তাই হবে।

(cup-Boardএর দিকে যাইয়া Screenটা খুলিয়া ভিতরে দেখিল—সহসা তাহার দৃষ্টি পড়িল টেবিলের উপর)

What's that, বাঃ ! That's fine ! Cream-cracker, Lemon Squash ! আঃ হাঃ, my God, Cigarette state Express ! Good very Good. Thanks my unknown hoste ! আঃ, বাঁচলুম।

(রুটি প্রভৃতি খাইয়া ইজি চেয়ারে বসিয়া সিগারেট ধরাইয়া বলিল)

না চাহিতে তুমি যা ক'রেছ দান, রুটি বিস্কুট সিগারের ধূমপান—

(সহসা টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। সাগর Phoneএ যাইয়া receiver তুলিয়া লইল)

Hallo ! কে ! ভারতী—My God ! না, না আপনাকে ভুল নম্বর দিয়েছে···এটা···চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, ছেড়ে দিন।— My God, এটা তা হ'লে some opposite sexএর Flat, নাম ভারতী ! ভারতী !

(সহসা বাহিরে পায়ের শব্দ হইতেই ত্বরিতে আলো নিভাইয়া Screen ঠেলিয়া cup-Boardএর ভেতর লুকাইল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতী ও বিনায়ক প্রবেশ করিল)

My God ! Some body is coming.

(ভারতী ও বিনায়কের প্রবেশ)

ভারতী। বিনায়ক আলোটা জেলে দাও তো।

(বিনায়ক সুইচ্ টিপিল)

(রিসিভার তুলিয়া) Hallo ! No, no, I don't want any number miss. You gave me a ring—didn't you ? No, all right ! তুমি ভুল শুনেছ !

বিনায়ক। না, কক্ষনো নয় ! আমি স্পষ্ট শুন্‌লাম ফোনের আওয়াজ !

ভারতী। আশ্চর্য্য ! কিন্তু এত রাত্রে কে আমায় ডাকবে ?

বিনায়ক। হয়ত তোমার কোন যুবক বন্ধু !

ভারতী। যার যা চিন্তা। বসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

(উভয়ে বসিল)

বিনায়ক। ভারতী ?

ভারতী। বল।

বিনায়ক। আজ আমার প্রশ্নের শেষ উত্তর চাই।

ভারতী। Incorrigible ! আবার সেই কথা। বিনায়ক, যেমন পুরুষে পুরুষে বন্ধুত্ব হয় সেটা স্ত্রী ও পুরুষে হয় না কেন ?

বিনায়ক। অদ্ভুত !

ভারতী। অদ্ভুত কেন ?

বিনায়ক। নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেবার যে আকাঙ্খা সেটা পুরুষ পুরুষ বন্ধুর কাছে পায় না বলেই পুরুষ নারীকে চায় ; এটা নারীর পক্ষেও Vice—versa !

ভারতী। ওঃ ! কি মহানুভব ! শুধু নিজেকেই বিলিয়ে দিতে চায় পুরুষ— আর কিছু চায় না ! ওঃ, কি স্বর্গীয় !

বিনায়ক। না ভারতী, তুমি ঠাট্টা ক'রো না। শোন, আমারা নারীর কাছে মাত্র একটি জিনিষ চাই—সেটা রূপ নয়, যৌবন নয়…

ভারতী। তবে—

বিনায়ক। ভালবাসা - মানে মৃত্যু !

ভারতী। My God! সে কি?

বিনায়ক। অর্থাৎ পুরুষ যতদিন কোন নারীর ভালবাসা না পায় তার সবটাই তখন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যেমনি সেটা ঘটে তৎক্ষণাৎ তার হয় মৃত্যু :বা fulfilment! তখন তার আর আলাদা সত্বা থাকে না। সে হয়…সে হয়—

ভারতী। চতুষ্পদ!

বিনায়ক। That's it.

ভারতী। উঃ! কি বিকট্ idea! বই লেখ—বই লেখ বিনায়ক! It will be a thesis. এমন কি Noble prizeও পেয়ে যেতে পার।

বিনায়ক। এমন সুন্দর ঘরে একলা থাক কেমন ক'রে?

ভারতী। বেশ আরামে থাকি। Collegeএর হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর—বিশ্রামটুকু চমৎকার লাগে।

বিনায়ক। কিন্তু সাংসারিক জীব আমরা, সংসার ত চাই?

ভারতী। তা বটে!

বিনায়ক। ভারতী আমি তোমায় ভালবাসি…

ভারতী। জানি।

বিনায়ক। ভারতী, আমি তোমায় বিয়ে করে সংসারী হতে চাই, আমার সে আশা—

ভারতী। বিনায়ক, For Heaven sake don't be sentimental!

বিনায়ক। না, না, ভারতী, আমায় বাধা দিও না—বলতে দাও! তোমার ফুলের মত হৃদয়-বৃত্তিগুলোকে typhoid আর choleraর bacilli খুঁজে খুঁজে শুকিয়ে মের' না…তুমি—

ভারতী। বিনায়ক, Please listen. আমি তোমাকে বন্ধুভাবে

চেয়েছিলাম, কখনও যে তোমাকে বিয়ে ক'রবো সেটা আমি ধারণাই ক'রিনি। বিয়ে হয়ত' আমি একদিন ক'রবো—কিন্তু আমিই জানি না আমার মন কি চায়! আমি তোমাকে অবহেলা বা অশ্রদ্ধা করি না বিনায়ক, কিন্তু তোমার সান্নিধ্য আমায় শান্তি দেয় না পরিপূর্ণ ভাবে। Please don't misunderstand Binu.

বিনায়ক। (ক্ষুণ্ণভাবে) ওঃ, বুঝতে পেরেছি—আচ্ছা, আমি চল্লাম ভারতী; তোমায় আর বিরক্ত ক'রতে আসবো না!

(প্রস্থানোদ্যত)

ভারতী। আবার এস—কিন্তু বিয়ের কথা বলে বিরক্ত ক'রো না।

বিনায়ক। আমি—আমি তোমায় ভালবাসি ভারতী! ভারতী! আমায় বিয়ে কর—বিয়ে তোমায় করতেই হবে।

ভারতী। ক'রতেই হবে? very funny! ইচ্ছা না থাকলেও হাঁড়িকাঠে গলা বাড়াতেই হবে?—বাঃ!

(বিনায়ক ভারতীর হাত ধরিল)

আঃ, কি ক'চ্ছ?

বিনায়ক। বল…তুমি আমায় বিয়ে ক'রবে?

ভারতী। না, তোমরা—পুরুষরা বাস্তবিকই hopeless!

বিনায়ক। বল আমায় বিয়ে করবে?

ভারতী। তা হয় না বিনায়ক, আমি engaged!

(ভারতীর হাত ছাড়িয়া)

বিনায়ক। Engaged! সেকি! কে সে?

ভারতী। অশোক!

বিনায়ক। অশোক! কার ছেলে? বাড়ী কোথা'? অশোক, কি—পদবী?

ভারতী। এত প্রশ্ন কেন বিনায়ক? এযে Criminal court ক'রে তুল্‌লে।

বিনায়ক। আমি বিশ্বাস ক'রতে পারছি না ভারতী! একি সম্ভব! কেউ জান্‌লে না—ঘৃণাক্ষরেও······

ভারতী। আমার কথাই বোধ করি যথেষ্ট! আশা করি এর পর তুমি আর কোন প্রশ্ন ক'রবে না—

বিনায়ক। আমায় ক্ষমা কর। আমি বুঝতে পারছি অন্যায় ক'রছি। কিন্তু আমার মন কিছুতেই বিশ্বাস ক'রতে চায় না এই অশোকের অস্তিত্ব। হয়ত আমাকে ভোলাবার জন্যে তুমি এই অশোকের অবতারণা ক'চ্ছ। আমার মনে হ'চ্ছে

(সহসা ভারতীর দৃষ্টি পড়িল টেবিলে রক্ষিত টর্চ্চের উপরে)

ভারতী। (তুলিয়া) এটা তোমার নাকি? কই আসবার সময় তোমার হাতে কিছু দেখেছি বলেত' মনে হ'চ্ছে না!

বিনায়ক। না, ও আমার নয়।

ভারতী। (সভয়ে) বিনায়ক ঘরের মধ্যে কেউ লুকিয়ে আছে!

বিনায়ক। কি যা তা ব'লছ ভারতী!

ভারতী। না, তুমি একবার দেখ।

বিনায়ক। এ আবার কি খেলা আরম্ভ ক'রলে?

ভারতী। তোমার যদি এটা নয়—তাহ'লে নিশ্চয় কেউ ঘরে লুকিয়ে আছে। তুমি দেখ—তুমি দেখ······

বিনায়ক। কত রকমেই চেষ্টা ক'রছ ভারতী, আমাকে সরাবার।

(ভারতী Screen খুলিয়া ফেলিতেই ছদ্মবেশী সাগর আগাইয়া আসিল। গোঁফ, চোখে কালো চশমা—মাথায় পরচুল। সে হাসিতেছিল······)

বিনায়ক। (সাশ্চর্য্যে) কে ভারতী ?

অশোক। (হাসিয়া) অশোক !

ভারতী। এখন বোধ হয় আমার কথা তোমার বিশ্বাস হবে বিনায়ক ? ওখানে কি ক'রছিলে অশোক ?

অশোক। চুলটা আঁচ্‌ড়ে নিচ্ছিলাম।

ভারতী। ওঃ! Let me introduce gentlemen! বিনায়ক দত্ত International cricketer—আর অশোক……

অশোক। নমস্কার !

বিনায়ক। নমস্কার ! খুব বাঁচিয়েছেন মশাই।

অশোক। মানে, কাকে ?

বিনায়ক। আমাকে। আর একটু হ'লেই পা পিছলে ছিল আর কি ! সমস্ত দোষ ভারতীর ! আমি জানতাম না, সত্যি বলছি— Excuse me !

অশোক। না, না আপনার দোষ কি ? আমাদের কথা কেউ জানে না—

ভারতী। হ্যাঁ, খুব গোপন রাখা হয়েছে আমাদের Engagement.

অশোক। That's it ! মানে, আমারই কথামত উনি এটা গোপন রাখতে রাজী হ'য়েছিলেন, মানে—আমার একটু কারণ—খুব গোপনীয় কারণ আছে বুঝলেন ?

বিনায়ক। ওঃ !

ভারতী। তুমি আজ যা জানতে পারলে বিনায়ক, এটা যেন প্রকাশ না হয় কারুর কাছে।

বিনায়ক। যথা সম্ভব চেষ্টা ক'রবো। আচ্ছা, আমি এখন চলি। নমস্কার মিষ্টার—এই—এই—

অশোক। মানে, পাকড়াশী।

বিনায়ক। Good night Mr. Pakrashi.

অশোক। Good-night!

বিনায়ক। Goodnight! ভারতী।

ভারতী। Goodnight!

[বিনায়কের প্রস্থান।

তারপর কে আপনি?

অশোক। অশোক।

ভারতী। হ্যাঁ, শোকের প্রতীক্ যে নন্ তা আপনাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি, কি করেন?

অশোক। চুরী।

ভারতী। আপনি চোর!

অশোক। কতকটা তাই—তবে ছিঁচ্‌কে নই—উঁচুদরের।

ভারতী। ওঃ।

অশোক। ভয় পাবেন না।

ভারতী। না ভয় পাইনি। আপনি কি ক'রে এই তেতলার roomএ ঢুকলেন?

অশোক। সোজা rain pipe ব'য়ে একেবারে আপনার ঘরে আশ্রয় নিয়েছি। আচ্ছা, আমার মুখের দিকে চেয়ে এত কি দেখছেন বলুনত'?

ভারতী। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আপনাকে যেন কোথায়—

অশোক। দেখেছেন!

(ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিল)

ভারতী। আপনি!

অশোক। অশোক পাকড়াশী—আপনার দু বছর Senior ছিলুম।

ভারতী। গত বছর Re-unionএ আপনি জয়সিংহ—

অশোক। হ্যাঁ. আর তুমি অপর্ণা—Excuse me, আপনাকে 'তুমি' ব'লে ফেলেছি।

ভারতী। আমাকে তুমি ব'লেই ডাকবেন।

(টেলিফোন বাজিয়া উঠিল ভারতী রিসিভার তুলিল)

Hallo! ও, নিভা? বীথিও আছে? কি খবর? হ্যাঁ, হ্যাঁ,—বিনায়ক ব'লেছে? বিনায়ক দাঁড়িয়ে আছে পাশে! সত্যি। কিন্তু, বিনায়কত' আচ্ছা হয়ে; মানে ওকে বারণ ক'রেছিলাম এখন এ কথাটা প্রকাশ ক'রতে। কি? না ভাই, আজ নয়—হ্যাঁ কাছেই আছে—ওগো শুনছো! তোমায় ওরা অভিনন্দন ক'রতে আসছে—আমার night clubএর বন্ধুরা।

অশোক। কিন্তু, কিন্তু—

ভারতী। Hallo! নিভা, উনি ব'লছেন আজ নয়। কাল সকালে সব এস —সকালে না এলে উনি আবার চলে যাবেন, কোথায়? এই…

অশোক। বল জাপান।

ভারতী। নিভা, লম্বাপাড়ী—জাপান যাবেন—মানে, এখানে একটা match factory খুলবেন কিনা—সেই সব শিখছেন। আচ্ছা Goodnight!

(রিসিভার রাখিল)

অশোক। ভারতী!

ভারতী। কী?

অশোক। বিয়েতে এত অমত কেন?

ভারতী। মোটেই নয়, বিয়ে আমি করবো কিন্তু বিনায়ককে নয়। কিন্তু বিনায়ক কী ভয়ানক লোক! এখান থেকে গিয়ে Clubএর

সকলকে ব'লে দিয়েছে। এখন ত তোমাকে থাকতে হয়—
কাল ওরা আসছে।

অশোক। কিন্তু সে কেমন ক'রে হয়! না, না, সে হতে পারে না, মিথ্যে অভিনয় ক'রে কতদিক তুমি সামলাবে। তার চেয়ে—

ভারতী। তারা যে সকালেই আসবে।

অশোক। কিন্তু, কিন্তু এ সব অভিনয় ক'রে লাভ কি হবে ভারতী?

ভারতী। আসবার সময় দেখেছি আমাদের এই localityর চারিদিকে পুলিশ ঘোরাঘুরি ক'রছে। তোমায় এখন আমি ছাড়তে পারি না অশোক! ওরা আসুক—অভিনয়ও হোক্—কিছুক্ষণের জন্য তুমি যে নিরাপদে থাকতে পারবে—সেইটিই আমার লাভ!

অশোক। আচ্ছা, সকালের কথা সকালে—একটা rug দিতে পার?

ভারতী। Rug কি হবে?

অশোক। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে।

ভারতী। বেশ ত' ঐ ঘরে বিছানা পাতাই আছে!

অশোক। না, না—বিছানা আমার দরকার নেই। আমি এইখানেই শোব'। হ্যাঁ, তুমি ভেতর থেকে lock ক'রে দিও—বুঝলে?

ভারতী। না, বুঝিনি—

অশোক। পুলিশে যাকে ভয় করে- তাকে তুমি কখনো বিশ্বাস ক'রোনা ভারতী, ডাকাতকে বিশ্বাস ক'রোনা।

ভারতী। না করি না। যদি দরকার হয়, এই চাবি রইল আমাকে ডেকো—

(চাবি ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান। স্তব্ধ সাগর অপলকে শুধু ভারতীর গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল। ধীরে পট নামিয়া আসিল।)

তৃতীয় দৃশ্য

দুই বৎসর বাদে।

রণু সর্দ্দারের ভগ্ন অট্টালিকার কক্ষ।

সময় সন্ধ্যা।

(দেওয়ালে একটি প্রকাণ্ড আয়না। সাগর সেই আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি তরবারি লইয়া Shadow fighting করিতেছে ; নিঃশব্দে প্রবেশ করিল তুলসী। তাহার হাতে একটী সংবাদপত্র।)

তুলসী। (গম্ভীরস্বরে) সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়েছে সাগর !

সাগর। তাই নাকি ? My God ! I have over done it five minutes, ইস্, ঠিক সাতটায় আমায় ডাকতে পারলি না ! না তোর দ্বারা কিছু হবে না।

তুলসী। এমন ভাবে কথাটা ব'ললে মনে হ'ল যেন ঐ পাঁচ মিনিটের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি পৃথিবীটাও ধ্বংস হয়ে গেছে।

সাগর। হবেনা ! শোন্, ইউরোপ আজ সবার বড় কেন জানিস্ ? সময়কে তারা ঠিক্ সমান ভাবে তাদের প্রত্যেক কাজে adjust ক'রে নিতে পেরেছে ব'লে। খাওয়া, শোওয়া, নিজেদের শরীর চর্চ্চায় প্রত্যেক কাজে তারা চলে বাঁধা routineএর ভেতর দিয়ে। নিজেকে শাসন করবার মস্ত ওষুধ এই routine !

তুলসী। হঠাৎ নিজের ওপর এত রাগ হল কেন ?

সাগর। রাগ ? না, না, রাগ হবে কেন ? এটাকে আমি একটু বেশী ভালবাসি তুলসী ! Spainএ প্রত্যেক youngmanএর এই swordএর ওপর কি চমৎকার control, ফ্রান্সের youngmanদেরও Fencing master হবার কি প্রচণ্ড আগ্রহ…

তুলসী। আঃ, রেখে দাও তোমার Sword আর ইউরোপের গল্প। এখন নিজের কথা একটু ভেবে দেখ……এই দেখ!

[সাগর একটি ফল তুলিয়া লইয়া খাইতে খাইতে সংবাদ পত্রটি খুলিয়া ফেলিল পরে পড়িয়া হাসিয়া উঠিল]

তুলসী। এতে হাসবার কি আছে ?

সাগর। যথেষ্ট আছে। আমাকে একটু সম্মান ক'রে চলিস্ তুলসী আমার দর উঠেছে দেখেছিস্—১৫০০০৲ টাকা, হাঃ হাঃ হাঃ! তুলসী, তোর যে দিন টাকার দরকার হবে বলিস্। নিজে ধরা দিয়ে ঐ টাকা তোকে দিয়ে দেব।

তুলসী। ঠাট্টা নয় সাগর! আমাদের ব্যবসা আর থাকে না।

সাগর। (হাসিয়া) টাকার অভাবে ? তবে ধরা দেব নাকি ?

তুলসী। আঃ, কি যে তামাসা কর! পুলিসে তোমাকে ধরবার চেষ্টা ক'রছে আর তুমি সব জেনেও চুপ ক'রে ব'সে আছ? এ আত্মহত্যার মানে কি ?

সাগর। তুলসী, আমার এ সব ভাল লাগে না।

তুলসী। ভাল না লাগে ত' ছেড়ে দাও না, আমার ঘাড়ে এতবড় বোঝা কেন চাপিয়ে রেখেছ; আমি আর পারছি না, আমাকে মুক্তি দাও সাগর! এ ভার আমি আর বইতে পারছি না।

সাগর। দাদু, যতদিন বেঁচে আছে তার এতবড় কারবারটা নষ্ট ক'রে দিতে আমারও ইচ্ছে যায় না তুলসী! এক একবার ভাবি আগেকার মত আবার ঝাঁপিয়ে পড়ি তোদের কাজের মধ্যে। কিন্তু মনটা এমন অশান্ত হ'য়ে উঠেছে তুলসী আজ কাল, কেবলি ইচ্ছে করে একটা কিছু করবো কিন্তু সেটা যে কি কাজ তা আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না, তাই মাঠে ঘোড়ার পিঠে

চেপে ছুটোছুটি করি আর Sword নিয়ে mock fight করি সর্ব্বদা নিজের সঙ্গে। আমার মনের ভেতর যে বাসা বেঁধেছে তাকে উপড়ে ফেলতে চাই তুলসী! তারপর অন্য কাজ··· তারপর অন্য কাজ।

তুলসী। (গাঢ়স্বরে) সাগর। (সাগরের কাঁধে হাত দিল)

সাগর। কি তুলসী ?

তুলসী। চল, এসব ফেলে রেখে আমরা পালিয়ে যাই।

সাগর। তা যদি হ'তো···! তা হয় না তুলসী! আমাদের দম বন্ধ হ'য়ে ম'রে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন রাস্তা নেই। পালিয়ে যাব' কোথায় ? গিয়ে কি ক'রবো ? কেমন করে জীবনের দিনগুলো কাটাবো ···

তুলসী। কোন দূর দেশে গিয়ে তোমাতে আমাতে একটা সংসার গড়ে তুলবো সাগর! সব কোলাহলের বাইরে কোন এক নদীর ধারে কিম্বা চাষীদের সঙ্গে······ছেলেবেলা থেকে আমি এই স্বপ্ন দেখে আসছি সাগর! যাবে ?

সাগর। দূর, কি যে বলিস! শান্ত সুবোধ ছেলেটি হ'যে আমি কোনদিন থাকতে পারবো না। তোদের এখানকার বাতাস আমার দম বন্ধ করে দেয়, তাই ছুটে পালিয়েছিলাম ইউরোপে, থাকতে পারলাম না, ছুটে আবার এখানে এসেছি। এক একদিন মনে হয় আমার হাতটা কামড়ে ধরি. যে রক্ত আমায় অশান্ত ক'রে তুলেছে তাকে নিংড়ে বার ক'রে দিই। তুই তুলসী, তুইও আমায় শান্তি দিতে পারবি না! তোর স্বপ্নের কথা আমায় বলিস্‌নি—ওতে আমি শান্তি পাব না। আমার শান্তি ও পথ ধ'রে আসবে না!

তুলসী। (রুদ্ধকণ্ঠে) জানি……আমার রূপ নেই—তোমাকে ধ'রে রাখবার মত কোন গুণই ভগবান আমাকে দেন নি! কিন্তু সাগর! আমি তোমায় চাইছি সাগর তুমি চল আমরা পালিয়ে যাই এখান থেকে!

সাগর। পালিয়ে যাব' কোথায়? যেখানে যাবো সেইখানেই পুলিশ আছে, তার চেয়ে এখানে বেশ আছি।

তুলসী। না, তুমি জান না, এখানে তুমি কত বড় বিপদের মধ্যে বাস ক'রছো! তুমি আজ কাল কোন খবরই রাখ না। আমাদের দলে ভাঙ্গন ধ'রেছে। দলে দলে সব পালিয়ে যাচ্ছে—গিয়ে তারা অন্যদল খুলছে! তারপর আর একটা খবর পেয়েছি। ভোলা গিয়ে আমাদের এই আস্তানার কথা পুলিশকে বলে দিয়েছে। তারা যে কোন দিন এখানে হানা দিতে পারে!

সাগর। দাদুর এই ব্যবসা—তার নিজের হাতে গড়া এই মাটির ঘর কতদিন বাইরের জল ঝড় সহ্য ক'রে থাকবে, একদিন ধ্ব'সে ভেঙ্গে যাবে তা আমি জানি তুলসী! কিন্তু ভাবছি, আমি যখন থাকবো না তোর কি হবে? কোথায় যাবি…কার কাছে থাকবি?

(তুলসী কাঁদিয়া ফেলিল)

তুলসী। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও থাকতে পারবো না সাগর! তোমার বিপদ যত ঘনিয়ে আসছে—আমার মন তত ভেঙ্গে প'ড়ছে সাগর!

(সাগর সস্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল)

সাগর। ডাকাতের ঘরে আমরা মানুষ হ'য়েছি তুলসী, সামান্য আঘাতে

আমাদের কেউ ভাঙ্গতে পারবে না। তুই কাঁদিস্‌নি তুলসী! আমাকে জীবন্ত কেউ ধরতে পারবে না!

(নেপথ্যে পিস্তলের শব্দ)

তুলসী। (আর্ত্তকণ্ঠে) ওকি! এত শীগ্‌গির সাগর, এত শীগগির?

সাগর। ভয় পাস্‌নে তুলসী!

(সাগর ড্রয়ার খুলিয়া এক জোড়া পিস্তল বাহির করিয়া দাঁড়াইতেই একজন অনুচর প্রবেশ করিল)

অনুচর। পুলিশ ঘিরে ফেলেছে আমাদের। সঙ্গে ভোলাকে দেখলাম— কি হবে?

তুলসী। যেমন করে পারিস্‌ পালা তোরা। জিনিষের মায়া করিস্‌ না —সোজা নসীবপুরে দাদুর ওখানে গিয়ে উঠ্‌বি বুঝলি? হ্যাঁ, আর যদি কেউ সাগরের কথা জিজ্ঞাসা করে এই ঘরটা দেখিয়ে দিবি—যা।

আচ্ছা।

[প্রস্থান

(তুলসী ছুটিয়া গিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল)

সাগর। (কঠোরস্বরে) তুলসী দরজা খুলে দে।

তুলসী। না, না দরজা বন্ধ থাক। সাগর, ওকি! ওরকম ক'রে আমার দিকে চাইছ' কেন?

সাগর। কি চমৎকার অভিনয় ক'রতে শিখেছিস্‌ তুলসী! ভালবাসা, প্রেম, গণ্ডগ্রাম, স্বপ্ন, দিব্যি আমায় ভুলিয়ে রেখেছিলি এতক্ষণ— এ্যাঁ! হাঃ, হাঃ, হাঃ, পুলিশে খবর দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে শীকার ফাঁদে ফেলেছিস্‌ নয়? আবার সটান পুলিশকে আমার ঘরে আসবার নিমন্ত্রণ ক'রলি।

তুলসী। সাগর একি বলছ' তুমি! ধরিয়ে দেব আমি? কেন কিসের জন্য?

সাগর। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে! তোর বাঁচবার বড় সাধ যে···।

তুলসী। (স্তম্ভিত ভাবে) একথা তুমি বলতে পারলে! পুলিশকে তোমার সন্ধান কেন দিলুম জান? পুলিশ যখন জানবে তুমি এই ঘরে আছ তারা সদলবলে এইখানেই চ'লে আসবে। দলের সব লোক পালাতে পারবে। আমাদের পালাবার পথ আমি অনেক আগেই ঠিক ক'রে রেখেছি;

(দেওয়ালের গায়ে একটী বৃত্তাকার তামার বোতাম টিপিয়া ধরিতেই দেওয়াল বিদ্যুৎ গতীতে সরিয়া গিয়া একটী সরু রাস্তা বাহির হইল। সম্মুখে উন্মুক্ত জানালা। জানালায় দড়ী ঝুলান আছে।)

সাগর। আমায় ক্ষমা কর্ তুলসী! এত ভেবে তুই কাজ করিস্।

(নেপথ্যে পদ শব্দ শোনা গেল)

তুলসী। আর সময় নেই। শীগগির নেবে যাও। একটা সরু রাস্তা চ'লে গেছে কেদোব খালের দিকে। খালের ধারে ঝোপের মধ্যে একটা ছোট্ট নৌক' লুকোন আছে—

সাগর। আমার হাতে পিস্তল থাকতে কোন ভয় নেই তুলসী! তুই দরজা খুলে সরে দাঁড়া!

তুলসী। না, না তুমি একা পারবে না। তুমি যাও শীগগীর নীচে নেমে যাও।

(তুলসী দড়ি ঠিক আছে কিনা দেখিয়া আসিল)

নীচে নেমে একটা শিষ্ দিও—বুঝবো তুমি নিরাপদে পালাতে পেরেছ'···যাও, যাও!

সাগর। আর তুই?

তুলসী। আমার জন্যে ভাবতে হবে না। আমি এদের ফাঁদে ফেলেই তোমার পেছনে পেছনে যাচ্ছি—

(সাগর পিস্তল পকেটে রাখিয়া জানালার কাছে গিয়া দড়ি ধরিয়া নীচে নামিয়া গেল, তুলসী দরজার অর্গল খুলিয়া দরজা ঘেঁসিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই ইন্সপেক্টরদ্বয় মিঃ সোম ও মিঃ গুহ দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিল, দরজার-আড়ালে তুলসী লুকাইয়া ছিল, তাহারা ছুটিয়া জানালার কাছে গেল, তুলসীকে কেহ লক্ষ্য করিল না। উভয়ে উন্মুক্ত জানালায় দড়ি ঝুলান দেখিয়া ছুটিয়া গেল সেইদিকে।)

সোম Run on Mr. Guha! ঐ জানালা দিয়ে পালিয়েছে!

(জানালায় হেঁট হইয়া উভয়ে বাহির অন্ধকারের দিকে টর্চ্চ ফেলিয়া দেখিতে লাগিল!)

গুহ না, শুধু দড়ীটা ঝুল্‌ছে।

(তুলসী অগ্রসর হইয়া তীব্র স্বরে হাসিয়া উঠিতেই ইন্‌স্পেক্টার-দ্বয় পিস্তল তুলিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। পা দিয়া মেঝেতে তুলসী আঘাত করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্‌স্পেক্টারদ্বয়ের পদতলে প্রকাণ্ড এক গহ্বর মুখব্যাদন করিয়া তাহাদের গ্রাস করিল—তাহাদের হাতের পিস্তল শূন্যে গর্জ্জন করিয়া উঠিল—সেই গহ্বরের দিকে চাহিয়া তুলসী তীব্রস্বরে হাসিতে লাগিল—দ্রুত যবনিকা নামিয়া আসিল।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান - ভারতীর ড্রইং রুম।

(ভারতীর জন্মদিনের উৎসবে নিমন্ত্রিত বন্ধুরা এখনও আসিয়া পৌছায় নাই! ভারতী তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটী lipstick লইয়া makeupয়ের সহিত অস্ফুটস্বরে আনমনে গাহিতেছিল। পরে আপনমনে বলিয়া উঠিল—)

ভারতী আজ আমার জন্ম দিন। অশোকের কথাই মনে প'ড়ছে। প্রতিজ্ঞা ক'রেছিল, যেখানে থাকুক—যেমন থাকুক—জন্মদিনে সে আমাকে দেখা দেবেই কে জানে আস্‌তে পারবে কিনা?

(কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নেপথ্যে অনেকগুলি কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া গেল এবং পরক্ষণেই তাহার বন্ধুরা প্রবেশ করিল)

ভারতী। এসো এসো—

বিনায়ক আর দেরী কেন চল'।

ভারতী। In another 15 minutes.

উৎপল। ভারতী! জন্মদিনের উৎসবটা এইখানেই ক'রলে হোত'—আবার বাড়ীতে কেন? তোমার মায়ের শরীর ভাল নয়। একটা হট্টগোল ক'রে তাঁকে disturb করা—

ভারতী Don't worry! গোলমালে মায়ের কষ্ট হবে না—তা ছাড়া

আমার জন্মদিনে বাড়ীতে না থাক্‌লে বাবার মনে বড় কষ্ট হবে তাই·········

বিনায়ক। নিশ্চয় ! নিশ্চয় !! জন্মদিনের উৎসব, বাড়ীতে হবে বৈকি ! ভারতীত' আমাদের একলার নয় ! ওর বাপ, মা, মাসীমা— এদেরই বা আজকের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করি কেন ?

বীথি। But we must have our say over here. What do you say Binayak ?

বিনায়ক। That's it ! Dhiren—তোমার পালা স্যার ?

ধীরেন। O key ! Before we come to anything else let us congratulate ভারতী।

(বন্ধু ও বান্ধবীরা ভারতীকে ঘিরিয়া নৃত্য সাথে গাহিল)

গান।

বান্ধবীরা। দোলে সাপের ফণা দোলে···
তাতে মাণিকগুলো জ্বলে—
মণির মালা মুক্তা ঝারি—
তারি তলে রাজকুমারী
প'ড়ে আছে ঢ'লে।

ধীরেন। সাপের মণি সাতটী রাজার সাত সাগরের মাণিক,
এল' তাই খুঁজিতে নৌকা নিয়ে অচিন দেশের বণিক।

বীথি। ঘুমিয়ে কেন আছ··?
রাজকুমারী জাগ···

উৎপল। সাপের ঘরে রাজকুমারী
পাশে সোণার ছড়ি···

সকলে। নীল সাগরের তুফান ঠেলে
সদাগরের ছেলে,
হাজার দাঁড়ীর নৌকা নিয়ে—
সাগর ঢেউয়ে দোলে

বিনায়ক। (গান শেষে) Now let us move.

ভারতী। Wait, এখনও সবাই এসে পৌছায়নি যে !

[প্রস্থান

বীথি। তাইত, মিসেস বটব্যাল্ আস্‌ছেন না কেন ?

বিনা। My God ! সেই Rollerকে ভারতী নিমন্ত্রণ ক'রেছে নাকি ?

বীথি। হ্যাঁ, মোটরে তারি পাশে বসে তোমায় যেতে হবে।

বিনা। My God ! বল কি !

(বসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীর কলেজের Lady Supdt. মিসেস বটব্যাল্ তাহার প্রকাণ্ড শরীর লইয়া প্রবেশ করিল। তাহার বয়স হইয়াছে। শরীর স্থুল ও অসম্ভব রকম সাজিয়া আসিয়াছে। তাহার নাকের ডগাটি খুবই লাল দেখাইতেছিল)

মি-বট (ব্যস্তভাবে) একটু দেরী হ'য়ে গেল কি ? ভারতী কোথায় গেল ?

এইমাত্র আপনার কথাই হচ্ছিল !

মণিকা। অনেক দিন আপনি বাঁচবেন !

বিনা। আজ দেখছি ভারতীর মাসীমার আয়োজন সার্থক হবে।

মি-বট। ও ! তার মানে আপনি আমার শরীর দেখে বলছেন ? আমি খাই কি জানেন ?

বিনা। গোটা আষ্টেক গিনি ফাউলের রোষ্ট—দু'ছড়া মর্ত্তমান কলা—আর two tea spoonful of rice!

(সকলে হাসির বেগ সামলাইতে লাগিল)

মি-বট। (গম্ভীর স্বরে) আপনার নাম ?

বীথি। বিনায়ক দত্ত—Cricketer……মিসেস বটব্যাল, Lady Superintendent!

(মি—বটব্যাল তাচ্ছিল্যের স্বরে)

মি-বট। ওঃ! ক্রিকেট ঠেঙ্গায়—

(একখানি সোফার এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। উৎপল সোফার অন্য কোণে বসিয়াছিল। মিস—বটব্যাল বসিবার সঙ্গে সঙ্গে সে ছিটকাইয়া দূরে গিয়া পড়িল)

(সভয়ে) ওমা, একি আবার ?

(উৎপল উঠিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে)

উৎপল আজ্ঞে, power of balance. আপনার পাশে বসবার ধৃষ্টতা ক'রেছিলাম—তারি শাস্তি।

(আবার সকলে হাসির বেগ সামলাইতে লাগিল)

মণিকা। (লজ্জিতভাবে) না, না, বোধ হয় স্প্রীংটা খারাপ হ'য়ে গেছে। আপনি এইটায় বসুন।

উৎপল। Thanks!

মি-বট। বিনায়ক বাবু, 'একটা কথা আপনাকে বলি—কিছু মনে ক'রবেন না।

বিনা। বলুন।

মি-বট। দেখুন, মেয়েদের মুখের ওপর আপনি সব কথা ব'লতে পারেন, এমন কি তাদের চরিত্র নিয়েও discussion করতে পারেন কিন্তু, আপনাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি খাওয়া নিয়ে কখনও

কিছু বলবেন না। একঘর বারুদের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা জলন্ত দেশালাই কাঠি ফেল্‌লে যা দাঁড়াবে—আপনার অবস্থা হবে তাই। খাব' আর কি : আধখানা । গেছি। শরীরে কি আর কিছু আছে? তুমি তো জান মা, কলেজে কি রকম খাটুনী আমায় খাটতে হয়। এই ধরনা দিনে পঞ্চাশ বার আমাকে ওপর নীচেই কর্‌তে হয়, তারপর—

বিনা। (গম্ভীর স্বরে) আপনাদের কলেজে Crane নেই?

মি-বট Crane কি হবে?

বিনা। বিশেষ কিছু নয়—একটু সুবিধে হয় - মানে জিনিষপত্র ওঠান' নাবান'—

(সকলে হাসিয়া উঠিল। সহসা উৎপলকে পুরোভাগে রাখিয়া বন্ধুরা মিসেস বটব্যালের মুখ হেঁট হইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল)

মি-বট। (সক্রোধে) কি দেখছেন?

উৎপল। নাকের ডগাটা লাল হ'য়েছে কেন?

(বটব্যাল তাড়াতাড়ি রুমালে মুখ চাপিয়া)

মি-বট। সর্দ্দিতে কদিন বড়' কষ্ট পাচ্ছি।...Slight patch of Bronchities form ক'রেছে তাই...তাই...

(মিসেস বটব্যাল প্রকাণ্ড শব্দে হাঁচিয়া উঠিলেন বন্ধুরা ছিটকাইয়া যে যার জায়গায় বসিয়া পড়িল)

বিনা। কি হে রায়, ভারী ভাল ছেলে হ'য়ে প'ড়েছ যে দেখছি, কি পড়ছো?

(মিঃ রায় সংবাদপত্র হইতে মুখ তুলিয়া)

মিঃ-রায়। Pity! দিনরাত হৈ হৈ ক'রে বেড়িয়ে জীবনটা দিচ্ছ' কাটিয়ে—দেশের সংবাদ তো আর কিছু রাখলে না!

বিনা। সংবাদকে খুঁজতে হয় না—সংবাদ আপনি আমার কাছে আসে! Any Special news ?

(মিঃ রায় উঠিয়া সংবাদপত্র মেলিয়া ধরিয়া)

মি-রায়। Sure! এই দেখ না পুরো ফটোটা ছাপিয়ে দিয়েছে।

উৎপল। দেখি, দেখি!

(সকলে আগাইয়া আসিয়া পড়িতে লাগিল)

আরে বাবা—এত' দেখ্‌ছি একেবারে শার্লক হোম্‌সের ব্যাপার·· Thrilling······Sensative !

মি-রায়। বাস্তবিক তাই। প্রকাণ্ড Smugglingএর কারবার চালাচ্ছেন। ইনি হ'চ্ছেন একজন সর্দ্দার বিশেষ লোক। তাই Police উঠে পড়ে লেগেছে ওঁকে ধরবার জন্যে।

বিনা। পুরস্কারের কথা কিছু আছে নাকি ?

মি-রায় হ্যাঁ, ১৫০০০৲ হাজার টাকা

রাজীব। এত টাকা reward যেকালে দেবে, নিশ্চয় একটা ভয়ানক ব্যাপার—কি বল বিনায়ক ?

বিনা। তাইতো মনে হচ্ছে।

রাজীব। বিনায়ক, দেখ না চেষ্টা ক'রে যদি ধরতে পার।

(ভারতীর পুনঃ প্রবেশ)

ভারতী। রায়, ব্যাপার কী ? What's the idea ?

(সংবাদপত্র দেখাইয়া)

মি-রায়। সাগর সর্দ্দার!

ভারতী। সাগর সর্দ্দার! মানে! দেখি—

(দেখিয়া অবহেলার সহিত হাতেই রাখিল)

যাক্—বাজে ব্যাপারে সময় নষ্ট ক'রে দরকার নেই—Let us proceed.

(সকলে অগ্রসর হইল)

বিনায়ক। (ঘুরিয়া) এসো!

ভারতী। I am coming in a minute?

[বিনায়কের প্রস্থান।

(ক্ষিপ্রহস্তে ভারতী সংবাদপত্রটী মেলিয়া ধরিয়া অপলকে চাহিয়া রহিল—সহসা কাগজটিকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। ধীরে ধীরে পট নামিয়া আসিল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—নসীবপুরস্থিত রণু সর্দ্দারের আস্তানা।

সময়—সন্ধ্যা।

(অন্ধকারে দৃশ্য ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে করুণ গানের সুর ভাসিয়া উঠিল। দৃশ্য উন্মুক্ত হইলে দেখা গেল তুলসী বাহিরে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আপন মনে গাহিতেছে। একটী আরম্ চেয়ার রক্ষিত; অপর পার্শ্বে একটী টিপয়ে ওষুধের শিশি ও কিছু ফল রাখা আছে। উন্মুক্ত জানালা হইতে নক্ষত্রখচিত আকাশের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে।)

তুলসী—

গান।

অশ্রুসজল আঁখি তুলে আমি ব'লেছিনু ভালবাসি,
হাসিয়া শুধু ক'রেছ আঘাত দিয়েছ' গো দুখ-রাশি

জীবনে আর চাহিনা কিছু, তোমারে শুধু ভালবাসি,
চিত্ত মম উতল হ'য়ে কাঁদল তখন, হে উদাসী ॥
কত রজনী চাঁদের সাথে শুক তারাটী উঠল' হাসি,
কাজল কালো গহীন মনে ভরল' শুধু আঁধার রাশি।

(গান শেষ হয় নাই সাগর প্রবেশ করিল)

সাগর। দাদু কেমন আছে ?

তুলসী। ভাল নয়।

সাগর। ভাল নয় মানে ?

তুলসী। আজ সকাল থেকেই ভুল বকা বেড়ে গেছে। মাঝে মাঝে জেগে তোমাকে খুঁজ্‌ছেন। একটু আগেই জেগেছিলেন, আমায় বল্‌লেন গান গাইতে। গান শুন্‌তে শুন্‌তে আবার ঘুমিয়ে প'ড়েছেন।

সাগর। আমায় খুঁজছিলেন কেন ?

তা আমি কী ক'রে ব'লবো ?

সাগর। তুই জানিস্ নে ?

না।

সাগর। ব'লবিনে ?

তুলসী। আমি জানিনে।

সাগর। ম'রগে যা। শোন! আমাকে এখুনি একবার কোলকাতা যেতে হবে।

কোলকাতা! না, সাগর ?

সাগর কেন বল্‌তো ?

এখন তোমার কোলকাতা যাওয়া উচিত নয়।

সাগর। (হাসিয়া) কেন ? আজ তিথির দোষ কিছু আছে নাকি ? নাঃ, তুলসী, তুই একেবারেই উচ্ছন্নে গেছিস্ দেখ্‌ছি। ডাকাতী কর্‌তে নেমেও পাঁজী ছাড়িস্‌নি ?

তুলসী। আমি সে কথা বলিনি। আমি তোমার কর্ত্তব্যের কথা বল্‌ছি। দাদুর এই রকম অসুখ—

সাগর। দাদুর অসুখ দেখ্‌বার জন্যে তুই রয়েছিস।

তুলসী। আমিই বা কেন থাকবো ? আমি দাদুর কে ?

সাগর। বটে ! তুই দাদুর কেউ নস্ ? আজ সুবিধে বুঝে তুই এই কথা বলছিস্ ?

তুলসী। সুবিধে বুঝে কেন বলবো ! তুমি দাদুর নাতি, আজ তাঁর এই অবস্থায় তুমি যদি তোমার কর্ত্তব্য ভুলে যাও তবে আমিই বা আমার কর্ত্তব্য মনে রাখবো কেন ? আমি তার কেউ নই।

(সাগর স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল)

সাগর। কিন্তু আজকের দিন—শুধু আজকের দিনটা আমায় ছুটি দে তুলসী। আমি যে কথা দিয়েছি।

তুলসী। কথা দিয়েছ কাকে ?

সাগর। (চঞ্চল হইয়া) যাকেই হোক্—আমার আর দেরী করবার উপায় নেই। আমি চল্লাম।

সাগর !

সাগর। কেন তুলসী তুই বারে বারে পিছু ডাক্‌ছিস্। আমি তো তোকে আগেই বলেছি—আজ আমাকে কোলকাতা যেতেই হবে।

যেতেই হবে ?

সাগর। হ্যাঁ !

তুলসী। ফিরবে কবে ?

সাগর। তা কি ক'রে বলবো! আজও ফিরতে পারি—কালও ফিরতে পারি, আবার নাও ফিরতে পারি।

তুলসী। তা হ'লে কি তুমি ব'লতে চাও যে এতদিন আমি এই মরণের রোগী নিয়ে একা বাস করবো?

সাগর। হ্যাঁ, তাই কর্‌বি।

তুলসী। কেন করব'? তোমার এতখানি উপকার আমি কেন করবো? কোন্ সুবিচারটা আমি তোমার কাছ থেকে পেয়েছি শুনি?

সাগর। সুবিচার! হাঃ-হাঃ-হাঃ—সেই এক কথা! তুলসী, আমি জানি তুই আমাকে ভালবাসিস্। আর এও জানি যে শুধু আমারই জন্যে তুই সমস্ত বিপদ আপদ এমন কি প্রাণ তুচ্ছ ক'রেও এখনও এখানে র'য়েছিস্! কিন্তু তুই আমায় একটা কথার উত্তর দে দেখি?

(তুলসী চোখ মুছিয়া)

তুলসী। বল!

সাগর। কাকের মাংস কি কাকে খায়? আমিও ডাকাত তুইও ডাকাত —আমরা মিল্‌বো কি ক'রে বলত? পাহাড়ের ভেতর দিয়ে পথ করতে হলে চাই Dynamite! সেই কঠিন কাজ ক'রতে এসেছিস্ কিনা তুই ফুলের মালা হাতে ক'রে? দূর—

(সহসা তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে রগু সর্দ্দার প্রবেশ করিল। সর্ব্বাঙ্গ তাহার থর থর করিয়া কাঁপিতেছে—রোগাক্রান্ত শীর্ণ সর্দ্দারের গভীর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেল।)

সর্দ্দার। সাগর! সাগর!! সাগর!!!

সাগর। দাদু!

তুলসী। তুমি আবার উঠে এলে কেন?

(সর্দ্দারকে ধরিল)

সর্দ্দার। তুই আছিস্ ত? আমি মনে ক'রেছিলুম সেই বেইমানটা তোকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে বুঝি!

সাগর। কোন্ বেইমান দাদু?

সর্দ্দার। ঐ যে......সেই বেইমানটা, যে তোকে,—সে হারামজাদার নামটাও যে মনে হচ্ছে না ছাই।

সাগর। (অস্ফুটস্বরে) কাকে গালা গাল দিচ্ছে?

তুলসী। আমি জানিনে।

সর্দ্দার। খবরদার যাস্‌নে সাগর—খবরদার যাস্‌নে। কেঁদে যদি তোর পায়েও ধরে তুই যাস্‌নে সাগর। শূয়ারের বাচ্চা! সে দিন এ কথা তোর মনে পড়েনি হারামজাদা—যে যার কেউ নেই তার আমি আছি।

সাগর। কিছু বুঝতে পারছিনে।

তুলসী আমিও না। তুমি কাঁপছ, তুমি এইখানে বোস দাদু—

সর্দ্দার। এঁ্যা, ও—

(সাগর ও তুলসী দুজনে ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া দিল। সাগর সহসা তুলসীর দিকে মিনতিভরা দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া চলিয়া গেল। তুলসী সর্দ্দারের রোগ কম্পিত দেহ ধরিয়া সাগরের গমন পথের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল)

সর্দ্দার। তুলসী, তুলসী!

তুলসী। (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) এই যে, এই যে আমি!

সর্দ্দার। এই দুর্য্যোগের মধ্যে বাইরে কে কড়া নাড়ছে দেখত'?

তুলসী। কই! কেউনাত'!

সর্দ্দার। আবার কথার উপর কথা কয়, ব'লছি কে কড়া নাড়ছে, আবার বলে, না। দেখে আয়, দেখে আয়।

(তুলসী আগাইয়া গিয়া দেখিবার ভাণ করিয়া ঔষধ লইয়া আসিল। কান্নায় তাহার সর্ব্বশরীর ভাঙিয়া পড়িতে চায়)

তুলসী। দেখে এলাম দাদু।

সর্দ্দার। দেখে এলি? সেই শয়তান আর শয়তানীটা কোকিলের ডিম কাকের বাসায় রাখ্‌তে এসেছে—না? তাড়িয়ে দে—তাড়িয়ে দে—তাড়িয়ে দে।

(সর্দ্দার চুপ করিলে তুলসী ঔষধ ঢালিল)

তুলসী। দাদু!

সর্দ্দার। অ্যাঁ!

তুলসী। ওষুধটুকু খেয়ে ফেল!

সর্দ্দার। ওষুধ—দে! [খাইল] জানিস্ দিদি, ওরা কত বড় বেইমান! চিঠি লিখ্‌লে মাসে মাসে টাকা পাঠাব—পাঁচমাস পাঠিয়েও ছিল, তারপর বন্ধ করে দিলে। হতভাগা ভেবেছিল যে ওর টাকাতেই বুঝি পৃথিবীর সব মানুষ বেঁচে আছে! আমি রণু সর্দ্দার—১০০৲ টাকার নোট পুড়িয়ে আমি সিগারেট ধরাই—আমার কিসের অভাব? আঁস্তাকুড়েও জ্যোছোনা আসেরে, জ্যোছোনা আসে……চাঁদ তোর কিন্তু জ্যোছনা আমার—জানিস্ তুলসী ওরা আস্‌বে। কিন্তু তুই সেদিন শক্ত থাকিস্ তুলসী, তুই সেদিন শক্ত থাকিস্। যদি তোর পায়ে মাথা খুড়েও মরে তবু না—সাগর!

তুলসী। সে বাইরে গেছে দাদু!

সর্দ্দার। হ্যাঁ, আমি জানি, ভেবেছিলাম দলটা ওর হাতে বাঁচবে। উপায় নেই—উপায় নেই—ওর রক্তের ডাক ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে সভ্য মানুষের মাঝে। (সহসা কি ভাবিয়া) দেখ্ তুলসী! এই ঘরের বড় আলমারিটার মধ্যে একটা নীল রঙের খামে খানকতক চিঠি আছে। সেগুলো তুই পুড়িয়ে ফেলিস্।

মনে রাখিস্ সে চিঠি সাগরকে দেখালে তুই আর সাগরকে ধ'রে রাখতে পারবিনি—সে…সে…

তুলসী। আচ্ছা দাদু, আমি পুড়িয়েই ফেল্‌বো।

সর্দ্দার। হ্যাঁ, পুড়িয়েই ফেলিস্—নইলে সাগর পালিয়ে যাবে—পালিয়ে যাবে!

(আরম্ চেয়ারে সর্দ্দারের মৃত্যু বিবর্ণদেহ ঢলিয়া পড়িল। তুলসীর আর্ত্তকণ্ঠের সাথে চারিদিক অন্ধকারে ডুবিয়া গেল)

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—স্যার প্রভাকরের সুসজ্জিত কক্ষ।

সময়—সন্ধ্যা।

(দৃশ্য উন্মুক্তের সহিত দেখা গেল স্যার প্রভাকর ভৌমিক ফুলদানী হইতে একটী ফুল ছিঁড়িয়া লইলেন। ঘড়ীতে ৯টা বাজিয়া গেল। একটী সোফায় স্তব্ধ মন্দিরাকে লইয়া সন্ধ্যা উপবিষ্টা। কাহার আগমন প্রতীক্ষায় তাঁহারা যেন উন্মুখ। কক্ষটী যথোপযুক্তভাবে সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে)

সন্ধ্যা। নটা বাজল'—এখনও ভারতী আসছে না কেন?

ভৌমিক। বন্ধুদের সব নিয়ে আসবে তাই বোধ হয় দেরী হ'চ্ছে।

সন্ধ্যা। মেয়েটাকে একেবারে মেম্ বানিয়ে ফেল্লে ভাই? এতবড় বাড়ী থাক্‌তে কোথায় একটা flat ভাড়া ক'রে প'ড়ে থাকে… আশ্চর্য্য!

ভৌমিক। কিছুই আশ্চর্য্য নয় দিদি! ভারতী আজকালকার মেয়ে—

মানে, রেসের ঘোড়া···লাগাম টান্‌লেই লাফিয়ে উঠ্‌বে। আর আমরাই বা ঐ বয়সে কিনা ক'রেছি—কি বল মন্দিরা ?

(ভৌমিক মন্দিরার দিকে চাহিল—মন্দিরা শুধু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল);

মন্দিরা, আজ শরীর বেশ সুস্থ মনে হচ্ছে ?

মন্দিরা। হ্যাঁ !

ভৌমিক। ভাল হ'য়ে যাবে···একেবারে ভাল হ'য়ে যাবে! ওষুধটা তুমি ঠিক সময়ে নিয়মিত খেয়ে যাবে মন্দিরা! কেমন—খাবে ত ?

মন্দিরা। হ্যাঁগা, আমাকে কি সব ভুলিয়ে দেবার জন্যে ওষুধ খাওয়াচ্ছো ? মাঝে মাঝে আমি যেন সব ভুলে যাই···কিছু মনে থাকেনা। তখন মাথার মধ্যে শুধু হাতুড়ী পিটুতে থাকে। আমায় পাগল ক'রে দেবার জন্যেত' ওষুধ খাওয়াচ্ছোনা ?

ভৌমিক। (হাসিয়া) দেখ'—ওর পাগলামী সারাবার জন্যে ওকে কোথায় ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছে, না, ঠিক তার উল্টো কথাটি ওর মাথায় এসে ঢুকেছে। ডাক্তার তোমায় ওষুধ দিচ্ছে তোমায় পাগল ক'রে দেবার জন্যে !—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

মন্দিরা। আচ্ছা—ঐ ডাক্তার তোমার ছেলেবেলাকার বন্ধু—না ?

ভৌমিক। আমার বন্ধু বলেই কি তোমার ভাল লাগে না মন্দিরা ? তোমাকে যার তাঁর হাতে রাখ্‌তে পারি না—বন্ধুর ওপর আমার বিশ্বাস আছে। আর সেত' Professional Doctorদের মত prescription লিখেই ইতি ক'রবে না। আপনার ভাইয়ের মত প্রাণ দিয়ে তোমাকে সারাবার চেষ্টা করবে সে। তার ওপর বিশ্বাস রেখ' মন্দিরা।

মন্দিরা। (উদাসভাবে) আজ ভারতীর জন্মদিন—না দিদি ?

সন্ধ্যা। হ্যাঁ ভাই!

মন্দিরা। ভারতী আজ ক বছরে পা দিল দিদি?

সন্ধ্যা। তার জন্মদিনেই ভুলে গেলি তার বয়স! ভারতীর আজ ২১ বছর বয়স হ'ল।

মন্দিরা। (আঙ্গুল গুনিতে গুনিতে) ২১—২১ আর দুই—একুশ—

(প্রভাকরের দিকে চাহিল)

ভৌমিক। (চঞ্চল হইয়া উঠিলেন) আবার তুমি যা তা ভাবতে আরম্ভ ক'রেছ? আজকে একটা উৎসবের দিন। অসুখ বিসুখ করে বস, না! দিদি, তুমি ওকে একটা কাজ দাও। ওকে নিয়ে খানসামারা খাবারের ডিস্‌গুলো কিভাবে সাজাচ্ছে দেখোগে। যাও—ওকে নিয়ে যাও দিদি।

সন্ধ্যা। তাই চল্ মন্দিরা, ওরা সব এখুনি এসে পড়বে।

(মন্দিরা উঠিয়া প্রভাকরের দিকে গেল)

মন্দিরা। আমাকে একবার নিয়ে যাবে? চল' না যাই—

(এই সময় নেপথ্যে ভারতী ও তাহার বন্ধুদের কল কোলাহল ভাসিয়া উঠিল।

ভৌমিক ঐ ওরা আস্‌ছে!

মন্দিরা। (আশ্বস্ত হইয়া) আস্‌ছে? আচ্ছা—আচ্ছা—

(তাহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ভারতীর বন্ধুরা তাকে পুরোভাগে রাখিয়া হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিল)

ভারতী। মা মণি, কেমন আছ?

(মন্দিরা তাহাকে আদর করিল। তাহার পর নিমন্ত্রিতের ভিতর কাহাকে যেন খুঁজিতে লাগিল)

প্রভা (বন্ধুদের দিকে চাহিয়া) বসো, তোমরা সব বসো!

ভারতী। মাসীমা, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবো!

সন্ধ্যা। (হাসিয়া) কিসের ঝগড়া মা?

ভারতী। ঝগড়ার আগেই তুমি হাসছ কেন? বারে!

সন্ধ্যা। (হাসিয়া) আচ্ছা—আর হাসব না—বল্!

ভারতী। (গম্ভীরস্বরে) গেটের সাম্‌নে গিয়ে কেন তোমরা আমাদের receive করনি?

সন্ধ্যা। ওঃ, এইজন্যে? কিন্তু তুই ক্ষমা না কর্‌লেও—(বন্ধুদের) তোমরা ত' ক্ষমা করেছ'?

মণিকা। নিশ্চয় মাসীমা! আমরা আস্‌ছি·—'মা' আর 'মাসীমাকে' দেখ্‌তে। আমরা ত' কোন Conference attend করতে আস্‌ছি না, যে Reception committeeর মেম্বাররা না বরণ করলে মনটা ছোট হ'য়ে যাবে?

উৎপল। That's it! ঠিক ব'লেছ মণিকা।

ভারতী। Division in the Camp? আমারি অনুচরেরা আজ আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহসূচক কথা বলছে! আমি Court martial ক'রবো সবাইকে।

বিনায়ক। বন্দুকে কেক্ ও লেডীগেনী ভ'রে হতভাগ্যদের Shoot কর্‌বার order দেবেন My lady!

(সকলে হাসিয়া উঠিল। উপরোক্ত কথাগুলির ভিতর মন্দিরা প্রত্যেকটী ছেলের নিকটে গেল প্রত্যেকটীর দিকে অপলকনেত্রে চাহিয়া রহিল এবং অসম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। মন্দিরা আসিয়া প্রভাকরকে কহিল)

মন্দিরা। কৈ?

(প্রভাকর হতাশার সহিত সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া কহিল)

ভৌমিক। দিদি!

সন্ধ্যা। চ' মন্দিরা—খাবারের দেরী কত দেখে আসি—

মন্দিরা। ও-খিদে পেয়েছে—না?

(সন্ধ্যা মন্দিরাকে লইয়া গেল)

ভৌমিক। তারপর—বিনায়ক, তোমার খেলার খবর কি? Australiaর againstএ খেল্‌তে তুমি সেথায় যাবে শুন্‌ছিলাম ভারতীর কাছে, কি হ'লো?

বিনা। আজ্ঞে সেটা Cancell ক'রে দিয়েছি!

ভৌমিক। বল কি—এত বড় একটা chance… !

বিনা। আজ্ঞে, সত্যি কথা—কিন্তু তার চেয়েও একটা বড় কাজ ক'রবো ভাব্‌ছি—তাই!—

ভৌমিক। কি কাজ?

বিনা। কেন, আজকের কাগজ পড়েননি?

ভৌমিক। না, সকাল থেকে যেমন এসেছে অম্‌নি পড়ে আছে। সময় পাইনি পড়বার।

(বিনায়ক টেবিল হইতে সংবাদপত্রখানি তুলিয়া লইয়া খুলিল)

বিনা। আজ্ঞে, এই যে দেখুন না—১৫০০০৲ টাকা ঘোষণা ক'রেছে! ভাবছি একবার সখের detective সাজবো—আর কাজটাতে বেশ একটা উত্তেজনাও আছে।

(কাগজখানি দেখিয়া ভৌমিকের মুখ গম্ভীর হইল)

ভৌমিক। I say—not a bad idea—

(সন্ধ্যার প্রবেশ)

সন্ধ্যা। সব তৈরী—আর দেরী ক'রে কাজ নেই।

মি-বট। আজ্ঞে হ্যাঁ, বেলাও হলো অনেক! আমার আবার ঘড়ি ধ'রে খাওয়ার অভ্যেস কিনা!

ভৌমিক। তাই নাকি! ওঃ—কটার সময় খান্?

মি-বট। ব্রেক্‌ফাষ্ট্ করি ঠিক ৮৷৷৹টায়—ডিনারে বসি ৯-৫ মিনিটে।

ভৌমিক। ঠিক ৯টায় খান না কেন?

বিনা। আজ্ঞে, সাম্‌নে খাবার দেখলে উনি কি রকম অজ্ঞান হ'য়ে পড়েন। Normal অবস্থায় আসবার জন্যে উনি ঐ ৫ মিনিট গ্রেস্ দিয়েছেন—ডিনারে।

মি-বট। আজ্ঞে, না তা নয়। Dinnerএর আগে ভগবানকে স্মরণ করি ঐ ৫ মিনিট!

ভৌমিক। ওঃ! চমৎকার System!

সন্ধ্যা। চলুন—চলুন—

(সকলের প্রস্থান। কিয়ৎক্ষণ মঞ্চ শূন্য রহিল। নেপথ্য হইতে হাসি, কাঁটাচামচের, পেয়ালার টুংটাং শব্দ ভাসিয়া আসিতে লাগিল। সহসা স্খলিতপদে ভারতী প্রবেশ করিল। দারুণ অবসাদে তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়...গভীর হতাশার সুরে বলিল)

ভারতী। উঃ—দম বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে! কিছুতেই স্থির হ'তে পারছি না—আজকের জন্মতিথির উৎসবও যে শেষ হ'য়ে এলো। আর কখন আস্‌বে—তুমি আর কখন আসবে?

(মন্দিরা একটা প্লেটে খাবার লইয়া ত্বরিতপদে প্রবেশ করিয়া তার অদেখা খোকাকে ডাকিতে ডাকিতে আসিল)

মন্দিরা। খোকা!—খোকা!—খোকা কোথায় গেল? খোকা!—

[প্রস্থান

(অন্য দিক দিয়া টেলিগ্রাফ পিওন বেশে সাগরের প্রবেশ)

সাগর। Telegram !

ভারতী। (চমকিয়া) Telegram !

সাগর। Yes, Madam !

(পিওনের মুখে madam কথা শুনিয়া ভারতী চমকিয়া চাহিতেই সাগর তাহার ছদ্ম গোঁফ ও দাড়ী খুলিয়া ফেলিল। ত্বরিতে ভারতীর হাত টানিয়া লইয়া নিজের বুকে চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া উঠিল। সলাজ ভারতীর মুখ আনন্দে আরক্তিম হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত যবনিকা নামিয়া আসিল)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

(পরের দিন সকাল। স্যার প্রভাকর ইজিচেয়ারে শুইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন প্রবেশ করিল মন্দিরা। মন্দিরা প্রভাকরের কাঁধে হাত রাখিয়া চাপাস্বরে বলিল)

মন্দিরা। ওগো, তাকে আনতে যাবে না? ওঠ, আর দেরী ক'রছো কেন?

(প্রভাকর উঠিয়া বসিয়া)

প্রভাকর। তুমি চা খেয়েছ' মন্দিরা?

মন্দিরা। চা—না ত'—মোটরটা বার করবে চল।

প্রভাকর। বোস। এখানে বোস……।

মন্দিরা। না বোসব না—(বসিল) চল,—জল ঝড়ের মধ্যে মোটর চালাতে পারবে ত'?

প্রভাকর। পারবো—পারবো!

মন্দিরা। (ব্যাকুলভাবে) গিয়ে যদি দেখি সে সেখানে নেই—তাহ'লে …তাহ'লে?

(হাতের ভিতর মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল)

প্রভাকর। (সস্নেহে) মন্দিরা, মন্দিরা!

(মন্দিরা অসহায় ভাবে প্রভাকরের দিকে চাহিয়া)

মন্দিরা। খোকা—খোকা—

প্রভাকর। (বিরক্তিভরে) My God! আমার এখনও চা খাওয়া হয় নি—আমি চা টা খেয়েনি—তুমি ততক্ষণ তৈরী হয়ে নাও।

মন্দিরা। (চুপিচুপি) আচ্ছা, আমি ততক্ষণ খোকনকে সাজিয়ে নিই—তার জামা জুতো···তার খেলনাগুলো সবই সঙ্গে দিতে হবেত? একলা ব'সে ব'সে খেলনাগুলো নিয়ে সে খেলা করবে।

প্রভাকর। হঁ্যা, তাই কর, তাই কর।

মন্দিরা। তারপর যখন ক্ষিদে পাবে—

(কাঁদিয়া উঠিল)

প্রভাকর। আঃ! কি পাগলামী কচ্ছ' বলত' মন্দিরা! যাও—যাও তৈরী হয়ে নাও—

(প্রভাকর মন্দিরাকে আগাইয়া দিয়া আসিলেন পরে হতাশভাবে বসিয়া পড়িয়া কাগজে মনোনিবেশ করিলেন)

(সন্ধ্যার চা লইয়া প্রবেশ)

প্রভাকর। Good Morning দিদি! সকাল থেকেই চায়ের Flavour পাচ্ছি—অথচ চা পাচ্ছি না কিংবা "চা" কর দিদিকেও পাচ্ছি না। কিছু মনে কোরো না দিদি, ইচ্ছে ক'রেই শব্দটাকে পুংলিঙ্গ রাখলাম—স্ত্রীলিঙ্গ ক'রলে ওর নাম হয় "চাকরী"—সেটা তুমি কোন কালেই করতে রাজী নও!

সন্ধ্যা। কেন? আমি কি চা করি না—

প্রভাকর। চা কর, কিন্তু তাই বলে তোমাকে চাকর ব'লবো এত বড় স্পর্দ্ধা ত' আমার নেই দিদি। কিন্তু ব্যাপার কি—মুখখানায় যেন কিছু কুয়াশা লেগে র'য়েছে বলে মনে হ'চ্ছে।

সন্ধ্যা। চা খাও, পরে বলছি।

প্রভাকর। সকালেই পরম-দেবতার কোনও চরম চিঠি এসেছে নাকি?

সন্ধ্যা। না।

(প্রভাকর নিঃশব্দে চা খাইতে লাগিলেন)

প্রভাকর। (হঠাৎ) আমি কয়েকদিন থেকেই একটা কথা ভাবছি দিদি !

সন্ধ্যা। কি ?

প্রভাকর। ভাবছি মন্দিরার Treatmentটা Change ক'রবো কিনা? কারণ কমবার কোন লক্ষণই দেখছি না।

সন্ধ্যা। বেশত' যা ভাল বুঝবে—তাই ক'রবে।

প্রভাকর। হঁ্যা, আমি তাই ভাবছি—কারণ, এই খোকা, খোকা, খোকা—আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে।

সন্ধ্যা। সহ্য করতে পারছো না—

প্রভাকর। না।

সন্ধ্যা। কল্পনার খোকা হ'লে সহ্য ক'রতে পারতে।

প্রভাকর। (সজাগ হইয়া) এঁ্যা, কি বলছো ?

সন্ধ্যা। (সহজভাবে) কিছু না। চা-টা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

প্রভাকর। ওঃ! হঁ্যা!—

(চায়ে মনোনিবেশ করিলেন)

সন্ধ্যা। স্যার প্রভাকর ভৌমিক, তেইশ বছর আগে—

প্রভাকর। (চমকিয়া) এঁ্যা, তেইশ বছর আগে কি ?

সন্ধ্যা। তেইশ বছর আগে স্যার প্রভাকর ভৌমিক যে শিশুকে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছিলেন, সে শিশু কি মোমে গড়া ছিল ?

প্রভাকর। এ-সব তুমি কি বলছো দিদি ?

সন্ধ্যা। আমার কথার উত্তর দাও! সেই মোমের শিশুর জন্য মন্দিরা পাগল হ'য়ে গেল, এই কি আমায় বিশ্বাস ক'রতে হবে ?

প্রভাকর। মেয়েদের কথা বাদ দাও দিদি—সে শিশু যদি সত্যিকারের শিশুই হবে, তা হ'লে আমিত' তার বাপ, আমারও তো চঞ্চল হওয়া উচিত—দেখেছো আমায় কোন দিন চঞ্চল হ'তে ?

সন্ধ্যা। দেখেছি—

প্রভাকর। দেখেছো? আমার একটা ধারনা ছিল যে তুমি মিথ্যে কথা বলনা।

সন্ধ্যা। না, মিথ্যে কথা আমি বলিনা আর এখনও ব'লছিনা—কাল রাত তিনটার সময় স্যার প্রভাকরের ঘরে কথা শুনতে পেয়ে আমি তাঁর ঘরে গিয়েছিলুম।

প্রভাকর। (সভয়ে) তারপর?

সন্ধ্যা। দেখলাম তিনি ঘুমের ঘোরে উঠে দাঁড়িয়েছেন আর অনর্গল স্বীকার ক'রে চলেছেন তাঁর অতীত দিনের পাপের কাহিনী।

প্রভাকর। কার কাছে?

সন্ধ্যা। নিজের কাছে। পিতা প্রভাকর স্যার প্রভাকরের কাছে ব'লছে আর কাঁদছে!—হায় প্রভাকর······

(প্রভাকর মাথা নীচু করিল)

একি কেউ করে? নিজের ছেলে—পরিপূর্ণ প্রেমের মধে; যার জন্ম—হোকনা সে বিয়ের আগের—বিয়েত' বাইরের বাঁধন। মনের বাঁধন যেখানে বাঁধা সেখান থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে এলে সমাজের ভয়ে। তাকে ডেকে এনেছিলে তোমরাই, বিদায়ও দিলে তোমরাই, আশীর্ব্বাদ করলে উপেক্ষা দিয়ে?

(প্রভাকর চোখ তুলিয়া চাহিলেন—টল্ টল করিতেছে জলে)

সে তোমাদের প্রথম সন্তান—হয়তো সে বেঁচে আছে—নয়তো নেই। যদি বেঁচে থাকে আজ তার কি পরিচয় বলত'? কে জানে হয় তো এক মুহূর্ত্তের ভুলে তোমার এই সোণার সৌধ ঘূর্ণিবাত্যায় মাটিতে লুটিয়ে প'ড়বে।

(প্রভাকর উঠিয়া দাঁড়াইয়া সিগারেট ধরাইয়া কাগজপত্র

বাহির করিবার ছল করিয়া চোখ মুছিলেন পরে সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন)

সন্ধ্যা। (সাশ্চর্য্যে) হাসছো ?

প্রভাকর। (হাসিয়া) আচ্ছা দিদি, তুমি সাহিত্যিক হ'লে না কেন বলতে পার ?

সন্ধ্যা। সাহিত্যিক ?

প্রভাকর। হঁ্যা, সাহিত্যিক! তোমার গল্প বলার মধ্যে যে রকম **Sincerity, truth** আর **tempo** আছে তাতে অনুরূপা, নিরুপমাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারতে—এমন কি ভাল করে লিখলে শরৎচন্দ্রকেও—

সন্ধ্যা। তুমি অন্য কথা পাড়বার চেষ্টা করছ ?

প্রভাকর। মোটেই না—তোমার গল্পের ভেতর এমন করুণ রস ছিল যে আমার চোখ দুটোও প্রায় ছল ছল ক'রে উঠেছিল!

সন্ধ্যা। ঘটনাটাকে এই ভাবে চাপা দিতে চাইছো ?

প্রভাকর। মোটেই না—তুমি পুরো ঘটনাটা বল, আমি প্রবাসীতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সন্ধ্যা। তুমি বলতে চাও, ২৩ বছর আগে তুমি তোমার ছেলেকে ফেলে দিয়ে আসনি ?

প্রভাকর। আমার ছেলে! তুমি যদি এত কাছে থেকেও এত ভুল কর' তা হ'লে আমি আর পারিনা। আমার একটি মাত্র মেয়ে তার নাম ভারতী, অথচ ঈশ্বর জানেন একটি পুত্র-সন্তানের জন্য আমি কি কামনাই না করেছিলাম।

(সন্ধ্যা দাঁড়াইয়া)

সন্ধ্যা। তুমি ও কথায় আমায় ভোলাতে পারবে না—কাল রাত্রে আমি নিজের কানে যা শুনেছি তা একটুও মিথ্যে নয়।

প্রভাকর। (বিরক্তি ভরে) আঃ দিদি! কথাটার জন্ম হ'য়েছে কোথা থেকে ভেবে দেখ; একজন ব'লছে পাগলামতে আর একজন ব'লছে ঘুমের ঘোরে এর মধ্যে যে সন্তান জন্মেছে সে সন্তান মোমের হওয়াই ভাল দিদি!

(প্রভাকর উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন)

সন্ধ্যা। না না আমি কিছুতেই বিশ্বাস করবো না—কিছুতেই বিশ্বাস করবো না—

(সন্ধ্যা ছুটিয়া চলিয়া গেল প্রভাকর উচ্চ হাস্য করিতে যাইয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন)

প্রভাকর। Somnambulism! আমারও কি এই অভ্যেস আছে নাকি? সর্ব্বনাশ!

(গভীর এক আতঙ্কের সুস্পষ্ট ছাপ তাঁহার মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিল। ধীরে পটপরিবর্ত্তন হইল)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান :—ভারতীর Flat,

সময় :—বৈকাল।

(সাগর একটী কৌচে বসিয়া ভারতীর কথা শুনিতেছিল আনমনে)

ভারতী। আমি তোমায় এমন কথা কিছু বলিনি যার জন্যে তোমার এত খানি ভাববার কথা হোলো। আমি তোমায় ভালবাসি একথা নতুন নয়—তোমার নিশ্চয় মনে আছে দু-বছর আগে যখন

বিনায়কের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়, তুমি আমার ঘরের ভেতর লুকিয়েছিলে, সেদিন বিনায়কের proposal আমি refuse ক'রেছিলুম। বিনায়ক চলে যাবার পর তুমি আমায় জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে "সত্যি তুমি বিয়ে ক'রবেনা ভারতী ?" আমি বলে ছিলাম বিয়ে করবো কিন্তু—বিনায়ককে নয়—মনে পড়ছে ?

সাগর। (অস্ফুটস্বরে) হ্যাঁ !

ভারতী। সেদিনও কি তুমি বুঝতে পারনি বিনায়ককে বিয়ে না ক'রে আমি যাকে বিয়ে ক'রবো সে মানুষ তুমি—?

সাগর। হয়তো বুঝতে পেরেছিলাম ভারতী। তাই সেদিন যাবার সময় বলে গিয়েছিলাম ডাকাতকে বিশ্বাস ক'রোনা—যাই করি আর যাই বলিনা কেন আমি যে ডাকাত এ কথা ত' ঠিক ?—

ভারতী। হ্যাঁ, তুমি ডাকাত, কিন্তু ডাকাতী একটা গুণ নয়, ওটা একটা পেশা—এম্, এ পাশ করে যে লোক জুতো বুরুশ করে, সেটা তার পেশা। তাই বলে তার বিদ্যা ও পৌরুষ আমি উপেক্ষা ক'রবো কি দিয়ে।

সাগর। না ভারতী, না—না—এই ধরণের Sentimental কথাবার্ত্তায় আমার মনকে বিচলিত করে। তুমি আমায় ভালবাস সে আমার মনে চির্‌কাল গাঁথা থাকবে। কিন্তু আমি ডাকাত; জোর ক'রে, লুঠ ক'রে ছিনিয়ে আনা আমার ব্যবসা। সহজে যা হাতের কাছে আসে আমি তা নিতে ভয় পাই। তুমি আমায় ভালবাসলে কেন ?

ভারতী। তার কারণ তুমি পুরুষ। পথ দিয়ে চলে সহস্র জনতা—তারা মানুষ, তাদের কোন বিশেষত্ব নেই। তারা হাসে, কাঁদে, কাজ করে, মরে। এদের মধ্যে থেকে যে লোক সকলের আগে

চোখে পড়ে তার নাম পুরুষ—আপনার তেজে মহীয়ান হয়ে ঐ একটিমাত্র পুরুষ ডাক দেয় অসংখ্য নারীর মধ্যে থেকে একটিমাত্র নারীকে—যে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে তার পাশে—তুমি সেই পুরুষ, আর আমি সেই নারী।

সাগর। আমি তা জানি ভারতী।

ভারতী। জান—পতঙ্গ পুড়ে মরবার জন্যে ছুটে যায় প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার কাছে ; জোনাকীর কাছে সেত' যায় না সাগর—

(সাগর চাহিল)

আমি যা বল্লাম, এর বেশী আমি আর একটি কথাও বলবো না। আমার প্রেম তোমার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে বন্ধুত্ব করতে চায়, তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে আশীর্ব্বাদ পেতে চায় না—যাই হোক তুমি ভেবে দেখ, আমার বন্ধুরা এসে পড়লো বলে। আমার Prestige বাঁচাবার জন্যে তোমাকে খানিকটা অভিনয় আজও করতে হবে। কি ক'রবে বল ? উপায় নেই। তুমি মুখ হাত পা ধুয়ে Necessary make-ups ক'রে নাও।

সাগর। Righto—!

[উভয়ের প্রস্থান

(কিয়ৎক্ষণ মঞ্চ শূন্য রহিল। বিনায়ক টলিতে টলিতে প্রবেশ করিল—বুঝা গেল সে মদ খাইয়াছে)

বিনায়ক। We are too early ! এস' দাঁড়িয়ে রইলে কেন—Come along darling !

(বীথি রাগতভাবে প্রবেশ করিল)

বীথি। (বিরক্তিভরে) আবার ! কে তোমার darling ?

বিনায়ক। কেন—তুমি?

(বীথি ভ্রূকুটী করিয়া)

বীথি। ব'য়ে গেছে। ভারতীর জন্যে যখন তুমি পাগল হ'য়ে উঠেছিলে —কৈ তখন ত তুমি একবার ফিরেও চাইতে না। সেদিনকার ঘটনা মনে আছে? আমার আকুল আবেদন তুমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলে। আর আজ যে মুহূর্ত্তে তুমি ভারতীর কাছে হ'লে উপেক্ষিত সেই মুহূর্ত্তেই তোমার choice প'ড়লো আমার ওপর! Worthless! Rejected loverদের আমি ঘৃণা করি।

বিনায়ক। (জড়িতস্বরে) অর্থাৎ যতদিন আমি তোমাকে neglect ক'রে এসেছি তুমি চেয়েছিলে আমাকে win ক'রতে—আর যে মুহূর্ত্তে আমি তোমাকে ধরা দিলাম সেই মুহূর্ত্তে আমি cheap হয়ে গেলাম—কেমন? এই না হ'লে নারী-চরিত্র!

বীথি। তার মানে?

বিনায়ক। অতি সহজ কথা—স্ত্রীলোককে কখনও বিশ্বাস করিও না।

বীথি। Vice-Versa—কিন্তু কী ভয়ানক তুমি—

বিনায়ক। অর্থাৎ—

বীথি। ভারতীর engagementএর কথা প্রকাশ হবার পর মুহূর্ত্তেই তুমি কি ক'রে আমার সঙ্গে ঐ রকম ব্যবহার করলে?

বিনায়ক। কি রকম?

বীথি। As if we were engaged long long ago!

বিনায়ক। আহা, বুঝছো না—I am a sportsman—not only on play ground—but also in life :—সুখ দুঃখ, ঝড় ঝাপটা সমানভাবে যদি না গ্রহণ করতে পারলাম ত' bat ধরেছি কেন? যে মুহূর্ত্তে দেখলাম ভারতী নাগালের বাইরে—

বীথি। অমনি ঝুড়ি ঝুড়ি ভালবাসা নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালে… Nuisance!

বিনায়ক। আঃ হা! Nuisance বলো না—বল' পবিত্র! Love is divine!

বীথি। (সক্রোধে) Hypocrite!

বিনায়ক। এই দেখ তুমি আমায় লোভ দেখাচ্ছ'।

বীথি। মানে?

বিনায়ক। জান'—মেয়েরা রেগে গেলে সুন্দর দেখায়—তুমি intentionaly রাগছো আমাকে allure করবার জন্যে।

বীথি। Shut up!

বিনায়ক। (সঙ্গে সঙ্গে) Thank you! (চারিদিকে চাহিয়া) বড় আগে এসে পড়েছি মনে হ'চ্ছে, তুমি ততক্ষণ—By bye for a few minutes.

[বিনায়কের প্রস্থান

(বীথি উঠিয়া এদিক ওদিক ঘুরিল নিজের ব্যাগ হইতে lipstick লইয়া ঠোঁট দুখানি রাঙাইয়া লইল। ভারতী ও ছদ্মবেশী সাগর আসিল)

ভারতী। এই যে বীথি! কতক্ষণ! ডাকনি কেন? বীথি সেন Mr. Pakrashi.

বীথি। নমস্কার!

সাগর। নমস্কার!

(মিঃ রায়, উৎপল ও মণিকার প্রবেশ)

ভারতী। এস, এস—মণিকা রায়—Mr. Pakrashi!

মণিকা। নমস্কার!

সাগর। নমস্কার !

ভারতী। উৎপল সেন—

(উৎপল shakehand করিতে করিতে)

উৎপল। Hearty congratulations, Mr. Pakrashi. সেদিন কিন্তু বড্ড ধোকায় ফেলেছিলেন মশায়! সকালে এসে শুনি একেবারে উধাও!

(সাগর শুধু হাসিল)

মিঃ রায়। ধন্য সব্যসাচী, অলক্ষ্যে শব্দভেদী বাণ মেরে আমাদের বন-কুরঙ্গিনীকে তুমি করেছ' বিদ্ধ। তার গৌরব, তার আত্মপ্রসাদ একমাত্র তোমারই প্রাপ্য, তোমার জয়ে আমি আমার সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি তোমায়!

সাগর। ধন্যবাদ কবি !

মিঃ রায়। বিনায়ক কোথায়, বীথি ?

(বীথি সক্রোধে)

বীথি। আমি কি তার Key-note নাকি ?

মিঃ রায়। আহা, রাগ কেন ?

(সকলে হাসিল)

বিনায়ক। (নেপথ্যে) Unborn to-morrow & dead yesterday. Why fret about them if to day is sweet!

(বিনায়কের পুনঃ প্রবেশ)

বিনায়ক। Ladies and gentlemen, excuse me! আমি একবার এসেছিলুম—মানে ভাল জমবে না বলে একটু···মানে পাশের রেঁস্তরায় হ'তে would be দম্পতির health পান করে

এলুম···(সহসা সাগরকে দেখিয়া) Heartiest congratulation old Dog.

(বিনায়ক হাত বাড়াইয়া দিল—অশোক কিন্তু শুষ্ক নমস্কার করিল)

ওঃ!—মানে আজ ভারতীর, মানে—Excuse me Mr. Pakrasi মানে ভারতী দেবীর স্বপ্ন, মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে—

(সোফায় গিয়া বসিয়া পড়িল)

Unborn to-morrow and dead yesterday....

(বীথি বিনায়কের কাছে গিয়া বলিল)

বীথি। এতটা না খেলেই পারতে !

বিনায়ক। আহা, বুঝছো না—Little wine intoxicates the brain —Deap drink and be sober again ! Why should I not drink ? ভারতীর Engagementএর Congratulation—বল কি ? আনন্দ করবো না ? Friends and admirers—let us celebrate.

(বীথি যাইয়া টেবিল হারমোনিয়মে সময়োপযোগী একটা গৎ বাজাইতে লাগিল এবং মণিকা অপূর্ব্ব নৃত্যছন্দে নাচিতে লাগিল। অশোক জানালায় দাঁড়াইয়া Cigerate ধরাইয়া বাহিরের দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। সহসা কি দেখিয়া ত্বরিতে সকলের অজ্ঞাতে সোফার পিছনে লুকাইয়া পড়িল সঙ্গে সঙ্গে সভয়ে একজন চাকর প্রবেশ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল)

চাকর। পুলিশে বাড়ী ঘিরে ফেলেছে।

(মুহূর্ত্তে নৃত্য বন্ধ হইয়া গেল। সকলে কোলাহল-করিয়া উঠিল)

ভারতী। পুলিশ !

(মিঃ সোম ও মিঃ গুহের প্রবেশ)

মিঃ সোম। আপনারা ব্যস্ত হবেন না। যে যেখানে আছেন সেইখানেই চুপ ক'রে থাকবেন !

ভারতী। এরকম Intrusionএর কারণ জানতে পারি ?

সোম। Please don't excite yourself! মিঃ গুহ, আপনি এখানে দাঁড়ান। ক্ষমা ক'রবেন—I will search the other rooms.

(মিঃ সোম অন্য দরজা দিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন মিঃ গুহ একটি সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল। সকলে এক জায়গায় জড় হইয়া পরস্পর ভীতি ব্যাকুল দৃষ্টি বিনিময় করিতে লাগিল)

বিনায়ক। (জড়িতস্বরে) Damn your ক্ষমা ক'রবেন। এত টাকার নেশাটা মাটি ক'রে দিলেন আপনারা !

(মিঃ সোমের পুনঃ প্রবেশ)

মিঃ সোম। Wrong information! আপনাদের আমোদটা মাটি করে দিলাম—শুধু কর্ত্তব্যের খাতিরে। ক্ষমা ক'রবেন, নমস্কার !

ভারতী। নমস্কার !

[মিঃ সোম ও মিঃ গুহর প্রস্থান

বিনায়ক। ওদের বোধ হয় মনে হয়েছিল Criminalটাকে আমরা নিমন্ত্রণ করে এখানে entertain করছি—

(সকলে হাসিয়া উঠিয়া স্ব স্ব স্থানে বসিল সাগর ইত্যাবসরে সোফার পিছন হইতে বাহির হইয়া জানালার নিকটে গিয়া বাহিরে কি দেখিতেছিল)

বীথি। Mr. Pakrashi গেলেন কোথায় ?

অশোক। Here am I !

মিঃ রায়। সাগর সর্দ্দারকে নিয়ে ত' এক ফ্যাসাদ হ'য়ে উঠ্‌লো দেখ্‌ছি। যেখানেই যাচ্ছি—সেইখানেই পুলিশ আর সাগর, সাগর আর পুলিশ !

বীথি। এত যায়গা থাকতে এই দিকেই সাগর এল' কেন ?

অশোক। (হাসিয়া) প্রাণের টানে।

(ভারতি আশোকের দিকে সভয়ে চাহিল)

বিনায়ক। What do you mean ?

অশোক। আজ্ঞে বুঝতে পারছেন না—বাঙালীর ছেলে সাগর, বাঙালীর আস্তানার দিকে না এসে কি সাহেবপাড়ায় যাবে !

বিনায়ক। (জড়িতস্বরে) তা বটে ! ছি ! ছি ! আজকার এমন জমাটী আনন্দটা—একেবারে তেঁতো ক'রে দিয়ে গেলি বাবা ! —যাক আমি এখন চল্লুম ভারতী !

ভারতী। এখুনি !

বিনায়ক। পুলিশের পরে কি আর আনন্দ জমে !

ভারতী। একলা যেতে পারবে তো ?

বীথি। না, আমি ওর সঙ্গে থাকবো ! চল বিনায়ক, আমার মোটরে —তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাবো।

বিনায়ক। Thanks ! কিন্তু একা তোমার সঙ্গে—এই অবস্থায় মোটরে—

বীথি। Don't be afraid my friend ! নমস্কার মিঃ পাকড়াশী !

অশোক। নমস্কার !

মিঃ রায়। তাহ'লে আমরাই বা……

ভারতী। (লজ্জিতভাবে) আমি ঘরে কিছু arrange করিনি ভাই, ভেবেছিলাম তোমাদের সঙ্গে নিয়ে একটা রেঁস্তোরায় যাবো কিন্তু—

উৎপল। কিছু না······কিছু না······আর একদিন শুধু খাওয়া দাওয়ার একটা function কর' ভারতী—

মিঃ রায়। হ্যাঁ, আমরা শুধু নীরবে আসবো—হতবাক্ হ'য়ে যাওয়ার স্মৃতিটুকু নিয়ে ফিরে যাবো।

মণিকা। নমস্কার!

সাগর। নমস্কার!

(প্রত্যেকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। ভারতী ছুটিয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর ঘুরিয়া সাগরকে বলিল)

ভারতী। এবারে তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে সাগর!

সাগর। কোথায়?

ভারতী। বাবাকে প্রণাম ক'রে তার মতটা নিয়ে আসতে।

সাগর। সর্ব্বনাশ! আমাকে একটু ভাবতে দেবে না?

ভারতী। আগে ত' মত নিয়ে আসি, ভেবো পরে।

সাগর। তা হ'লে চল—কিন্তু এর পরও আমার স্বাধীনভাবে ভাববার অধিকার রইল কিন্তু!

ভারতী। নিশ্চয়ই—

সাগর। আমার পক্ষ থেকে যা বলবার আছে, সেটা আমি ভেবে বলবো, তোমার যদি কিছু থাকে এখুনি বল।

ভারতী। তোমায় ডাকাতি ছেড়ে দিতে হবে।

সাগর। দেবো! Oh yes! Subject to addition and alteration.

ভারতী। Of course! আমি লক্ষপতির মেয়ে, সারাজীবন বসে খেলেও আমার টাকা ফুরোবে না—বিয়ের পর এমন জায়গায় গিয়ে বাস করবো যেখানে পুলিশের নজরে পড়বে না। রাজি ত'?

সাগর। রাজি!

ভারতী। হাতে হাত দাও! এবারে চল প্রণামটা সেরে আসি।

(সাগরকে টানিয়া ছুটিল)

সাগর। (হাসিতে হাসিতে) That's fine!

(অন্ধকারকে বুকে করিয়া পট নামিয়া আসিল)

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান :—স্যার প্রভাকরের কক্ষ।

সময়—সন্ধ্যা।

(জানালা দিয়া চাঁদের আলো আসিয়া স্যার ভৌমিকের ঘরের ভিতর উঁকি মারিতেছে। স্যার ভৌমিক ও মন্দিরা বসিয়া আছেন)

প্রভাকর। কেমন, আজ একটু ভাল বোধ কোরছ' তো? করবারই কথা, কারণ চিকিৎসা বদল করা হয়েছে। এবার যে ডাক্তার এসেছেন তিনি তোমায় সারাবেনই সারাবেন।

মন্দিরা। ওঃ! একটা খবর শুনেছো?

প্রভাকর। না কি খবর বলতো?

মন্দিরা। আজকে চাঁদ উঠেছে—

প্রভাকর। এই দেখ আবার ভুল বক্‌তে আরম্ভ করলে! আরে চাঁদতো রোজই ওঠে—

মন্দিরা। তুমি বল্‌লেই আমি শুনবো—সে দিন কী বলেছিলে মনে নেই?

প্রভাকর। কবে?

(মন্দিরা চুপি চুপি)

মন্দিরা। সেই যে দিন খোকাকে আমরা রেখে আসি, সেই ঝড় জলের রাতে—

প্রভাকর। কি ব'লেছিলুম বলতো?

মন্দিরা। ব'লেছিলে, দুর্য্যোগটা কেটে যাক্—চাঁদ উঠুক তবে খোকাকে নিয়ে আসবো। আজ যাও চাঁদ উঠেছে—

প্রভাকর। মন্দিরা!

মন্দিরা। না, আমি কোনও কথা শুনবোনা তুমি আমায় কথা দিয়েছিলে কেন?

প্রভাকর। তুমি এখন ঘুমোওগে, যাও। আমাকে আনতে যেতে হবে না—খোকা আপনি আসবে।

মন্দিরা। তুমি কি ক'রে জানলে?

প্রভাকর। আমায় চিঠি লিখেছে যে।

মন্দিরা। চিঠি? কৈ দেখি চিঠি?

প্রভাকর। চিঠিখানা আবার কোথায় ফেল্‌লুম—

(পকেট হাতড়াইতে লাগিলেন)

যাক্—তাতে এই লেখাছিল' "বাবা, এখন বড় দুর্য্যোগ—এই দুর্য্যোগ মাথায় ক'রে আমি আপনাদের কাছে যেতে পারবোনা। মেঘটা কেটে যাক্, তারপর যাবো।" আর চিঠি যদি নাই দিতো—তা হ'লেও কি আমি বুঝ্‌তে পারতাম না মনে কর!

মন্দিরা। কি ক'রে পারতে ?

প্রভাকর। কি ক'রে আবার ? মনে মনে ! বলি তুমি তার মা—তোমার একলারই মন আছে, আমি তার বাপ না ? আমার মন নেই ? আমার সেই বাপের মন বলছে—সে আস্‌ছে।

(চক্ষু মুদিয়া অভিনয় করিতে লাগিলেন)

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মন্দিরা, সে আসছে। এই সুন্দর চাঁদের আলোতে পাহাড় পর্ব্বত ডিঙ্গিয়ে, বন জঙ্গল উপত্যকা পেরিয়ে কতশত নদী অতিক্রম ক'রে সে ছুটে আস্‌ছে তার বাপ মাকে প্রণাম ক'র্‌তে। কপাল দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝর্‌ছে পা দুখানি কাঁটায় ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে গেছে—তবু সে অক্লান্ত ভাবে ছুটে আসছে আমাদের প্রণাম করবার জন্যে আমাদের খোকা। বাপ মায়ের কাছে আসবার পথ কি এতই বন্ধুর ? আমরা তো তোকে কাছেই রেখে এসেছিলুম—তুই কেন অত দূরে চলে গেলি হতভাগা—আয় খোকা, আয় !

(কাঁদিয়া ফেলিলেন। স্যার ভৌমিক যখন উপরোক্ত গল্প বলিতেছিলেন মন্দিরাকে, সেই সময় সন্ধ্যা নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া পিছন হইতে উহাদের লক্ষ্য করিতেছিল)

মন্দিরা। একি ! তুমি কাঁদ্‌ছ ?

সন্ধ্যা। (পিছন হইতে) হ্যাঁ, স্যার প্রভাকরও কাঁদে। তার কান্না এ আজ নতুন নয়—আজ বাপ মা এক সঙ্গে কাঁদ্‌ছে, কিন্তু সেদিন দেখেছিলুম শুধু বাপের কান্না ! অসহায় প্রভাকর, অনুতপ্ত প্রভাকরের কান্না—

প্রভাকর। দিদি—

সন্ধ্যা। আজও কি তুমি আমায় বোঝাতে চাও প্রভাকর, যে খোকার

নাম নিয়ে মন্দিরাকে তুমি গল্প শোনাচ্ছিলে? তোমার খোকা খোকা নয়—তোমার কান্না, কান্না নয়!

প্রভাকর। সেদিন থেকে ঐ এক চিন্তা তোমাকে ভূতের মত পেয়ে ব'সেছে —না দিদি? অবিশ্যি দোষ তোমাকে দেওয়া যায়না, কারণ দিন রাত্রি পাগলের সঙ্গে থাক্‌লে নিজের মধ্যেও একটু পাগলামি সংক্রামিত হয় বৈকি, অতএব পাগলে পাগলেই কথা বার্ত্তা হ'ক—যে পাগল নয়, তার স'রে থাকাই ভাল।

[প্রস্থান

মন্দিরা। ও কি বলে গেল দিদি?

সন্ধ্যা। কিছু না, তুই ভেতরে আয়, তোর ওযুধ খাবার সময় হয়েছে।

(সন্ধ্যা মন্দিরাকে টানিয়া লইয়া গেল)

(প্রভাকরের পুনঃ প্রবেশ)

প্রভাকর। যাক্—বিদেয় হ'য়েছে। এবার থেকে ঐ দিদি মানুষটিকে এড়িয়ে চল্‌তে হবে দেখ্‌ছি।

(ভারতীর প্রবেশ)

ভারতী। বাবা!

প্রভাকর। এই যে ভারতী! আয়, আয়!

ভারতী। আমি শুধু একা আসিনি বাবা।

প্রভাকর। তবে?

ভারতী। সঙ্গে আমার একটী বন্ধু আছেন।

প্রভাকর। বেশ ত, তাকে নিয়ে আয় না।

ভারতী। তাকে নিয়ে আস্‌বার আগে তোমার কাছে আমি একটী বর চাইব।

প্রভাকর। বর! কি বর?

ভারতী। যিনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, আমি তাকে বর ক'রব—এই বর দাও।

প্রভাকর। (হাসিয়া) স্বয়ম্বরা হ'তে চাস্ ভারতী? তা বেশ, কিন্তু তাকে তোর বর হ'তে দেবার আগে সে বর্ব্বরটাকে আমায় দেখ্‌তে দে।

ভারতী। Oh, Yes with pleasure! Asoke, come in.

(অশোক আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। প্রভাকর তাহাকে দেখিয়া ভূত দেখার মত চমকিয়া উঠিলেন। তাহার মুখের এই পরিবর্ত্তন শুধু সাগর লক্ষ্য করিল। তিনি একপা একপা করিয়া সাগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। খুব কাছে গিয়া নিম্নস্বরে কহিলেন)

প্রভাকর। তোমাকে কোথায় দেখেছি বলত'?

সাগর। (শান্তকণ্ঠে) খবরের কাগজে।

প্রভাকর। খবরের কাগজে?

সাগর। হ্যাঁ, ধ'রে দিতে পারলে ১৫,০০০৲ টাকা পুরস্কার লেখা—দেখেননি?

প্রভাকর। তুমিই?—

সাগর। সাগর সর্দ্দার!

(প্রভাকর সেখান হইতে ভারতীর নিকট আসিলেন)

প্রভাকর। ভারতী! ইনি তোমার বন্ধু?

ভারতী। হ্যাঁ বাবা!

প্রভাকর। আমি এ বিয়েতে মত দিতে পারি না মা।

ভারতী। বাবা!

প্রভাকর। না, এরা মানুষের শত্রু। এদের সমাজের সঙ্গে যেমন নেই

কোনও সম্পর্ক, তেমনি নেই নিজস্ব কোন পরিচয়। কি হে, ডাকাত ছাড়া তোমার আর কোনও পরিচয় আছে ?

সাগর। আছে।

প্রভাকর। কি সেটা ?

সাগর। ডাকাত রণু সর্দ্দারের নাম শুনেছেন ?

প্রভাকর। (কম্পিত স্বরে) রণু সর্দ্দার !

সাগর। নাম শুনেই আপনার মুখ শুকিয়ে গেছে যে, ভয় নেই—সে মারা গেছে।

প্রভাকর। তুমি—তুমি তার কে ?

সাগর। আমি তার নাতি।

প্রভাকর। তুমি তার নাতি ! কি তোমার বাপের নাম ?

সাগর। Please, অপমানিত বোধ করবো। কেন না, আমি জানি না।

প্রভাকর। জান না—মানে ?

সাগর। মানে আমার জ্ঞান হবার আগেই আমার বাপ-মা মারা গেছেন। দাদুর কাছেই আমি মানুষ।

প্রভাকর। হুঁ !—

(স্যার প্রভাকর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িলেন)

ভারতী, এমন লোকের সঙ্গে কি ক'রে তোমার বন্ধুত্ব হলো, সে কথা ভেবে আমি অবাক হচ্ছি মা। যার কোনও পিতৃ পরিচয় নেই, যে ডাকাতের নাতি, আর নিজে ডাকাত, তাকে তুমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছ' বিয়ে কর্‌বে ব'লে আমার মত চাইতে ! তোমার বাবা তোমাকে বাইরে থাক্‌বার স্বাধীনতা দিয়েছেন বলে কি তুমি মনে করেছ যে একটা ডাকাতকে বিয়ে কর্‌বার উচ্ছৃঙ্খলতাকেও তিনি প্রশ্রয় দেবেন !

ভারতী। ওকে আমি ভালবাসি, বাবা।

প্রভাকর। হ'তে পারে,—বন্ধুত্বই ভালবাসা দাঁড়ায়। কিন্তু তোমার বাবার মত হ'চ্ছে—ভালবাসা একটা মানসিক ব্যাধি। অন্যান্য রোগের মতই ওটার চিকিৎসার দরকার। তোমার সে চিকিৎসা আমি আজ থেকেই আরম্ভ করবো। আজ থেকে তুমি বাড়ীতেই থাকবে, Flatয়ে যেতে পারবে না।

ভারতী। (বিষাদ-ক্ষিন্নস্বরে) তুমি আমায় একথা বল্‌বে তা আমি ভাবিনি বাবা। যে ভাবে তোমার কাছ থেকে আমি স্নেহ পেয়ে এসেছি এতদিন, আজও তার ব্যতিক্রম হবে না জেনেই আমি অশোককে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলুম, কিন্তু—

প্রভাকর। (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) আজও তার ব্যতিক্রম হ'তো না মা, যদি—

(সাগরের দিকে চাহিলেন)

(শিহরিয়া) না—না—না—এযে একেবারে অসম্ভব কথা······ যা কোনও সমাজে কখনও হয় না, যা কখনও হবে না·· ···

ভারতী। কি কখনও হয়নি বাবা ?

প্রভাকর। (সামলাইয়া লইয়া) এঁ্যা ! ও হ্যাঁ, আমি—আমি—ঐ—ডাকাতকে বিয়ে করার কথা বলছি মা···ভেবে দেখ,' তুমি কত বড় বংশের মেয়ে···সমাজে তোমার নাম···তোমার সম্মান, তোমার প্রতিপত্তি—এই সব বিসর্জ্জন দিয়ে তুমি একটা ডাকাতকে বিয়ে ক'রতে চাও কোন সাহসে ? যাও, বাড়ীর ভেতর যাও—

ভারতী। কিন্তু আমি যে ওকে কথা দিয়েছি বাবা।

প্রভাকর। কথা দিয়েছ ! তোমার স্পর্দ্ধা দেখে আমি অবাক হ'চ্ছি ভারতী ! আমাকে না জানিয়ে তুমি একটা হীন ডাকাতের সঙ্গে গোপনে

গোপনে ভালবাসার আদান প্রদান করেছো? সমাজ ঐ কথা শুন্‌লে তোমার বাপের কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ?'

ভারতী। (আকুল স্বরে) বাবা!

প্রভাকর। না। এর মধ্যে স্নেহের জায়গা নেই। এখানে কর্ত্তব্য বড়। আমার এসব কথা শুনেও তুমি যদি ঐ ডাকাতটাকে বিয়ে কর তা হ'লে আমার সম্পত্তি, আমার পরিচয় কিছুই তুমি পাবে না। এই কথা মনে রেখে তুমি যা ইচ্ছে তাই কর্‌তে পার। তুমি বড় হয়েছ,' যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছ'—এর বেশী তোমায় আমার কিছু বল্‌বার নেই।

(ভারতী খানিকক্ষণ পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল তারপর)

ভারতী। (দৃঢ়স্বরে) বেশ, তাই হোক! আমি নিজের মতেই কাজ ক'চ্ছি। তোমার নাম, তোমার সম্পত্তি আমি চাই না। আমি অশোককে বিয়ে করবো। অশোক, বাবার অনুমতি আমি পেলাম না, কিন্তু আমি আমার মনের অনুমতি পেয়েছি। চল, আমরা চলে যাই। শুধু যাবার আগে একবার মাকে দেখে আসি।

(প্রভাকর ভারতীর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন)

প্রভাকর। না এই কথা উচ্চারণ করার পর আমার সঙ্গে তোমার সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়েছে। বেরিয়ে যাও!

ভারতী। আমার মায়ের সঙ্গে তুমি দেখা করতে দেবে না?

প্রভাকর। না।

(ভারতী পিতার মুখের দিকে চাহিল)

ভারতী। বেশ, চল সাগর!

[প্রস্থানোদ্যত]

(প্রভাকর উন্মত্তের মত ছুটিয়া গিয়া ভারতীর হাত চাপিয়া ধরিলেন। ভয় কম্পিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন)

প্রভাকর। ওরে ভারতী, যা কখনও হয়নি, কখনও হবে না, এমন কাজ তুই কেন কর্‌তে যাচ্ছিস্? তুই ওকে বিয়ে করতে পারিস্ না—পারিস্ না। যদি ওর সব কথা তুই জান্তিস্—

ভারতী। (সবিস্ময়ে) সব কথা! কি সব কথা?

প্রভাকর। (ইতঃস্ততভাবে) না, আমি বলছি ওর সব কীর্ত্তির কথা। মানুষ মেরে মেরে ওর হাত রক্তে লাল হয়ে গেছে—সেই হাতে তুই হাত মেলাবি! আমার কথা শোন্ এমন কাজ তুই করিস্ নে—

ভারতী। আমি ওকে কথা দিয়েছি—আর তো তা হয় না বাবা!

প্রভাকর। বেশ আমি তবে তোমাকে জোর ক'রে আটকে রাখব'। বাপ হিসেবে আমার একটা কর্ত্তব্য রয়েছে। তোমার এ খাম-খেয়ালিকে আমি প্রশ্রয় দিতে পারি না।

(জোর করিয়া হাত চাপিয়া ধরিলেন)

(সাগরকে) তুমি এক্ষুনি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে। দূর হ'য়ে যাও···আর কখনও যেন তোমার মুখ আমায় না দেখ্‌তে হয়। যদি দ্বিতীয়বার আমি তোমায় এখানে দেখ্‌তে পাই, আমি তোমায় গুলী করবো।

সাগর। (হাসিয়া) আচ্ছা, তাই করবেন! **But Sir Provakar Bhowmik, I will have my bride any how! Bye bye** ভারতী!

[প্রস্থান

ভারতী। (রুদ্ধকণ্ঠে)! অশোক!

প্রভাকর। আঃ. যদি তুমি আমার কথা না শোন, তোমায় আমি ঘরে বন্ধ ক'রে রাখবো। দিন তিনেক সেখানে থাক্‌লেই তোমার এ পাগলামো আপনি কমে আস্‌বে।

(ক্ষিপ্ত প্রভাকর রোরুদ্যমানা ভারতীর হাত দৃঢ়হস্তে চাপিয়া ধরিয়া অগ্রসর হইতেই কালো অন্ধকারের সাথে পট নামিয়া আসিল।)

চতুর্থ দৃশ্য।

পরদিন।

সময়—সন্ধ্যা

স্যার ভৌমিকের ড্রয়িং রুম।

(ভারতী গান গাহিতেছে আপনমনে। গানের করুণসুর স্তব্ধতার বুকে আর্ত্তনাদ করিয়া ঘুরিতেছে)

ভারতী। গান।

মম বিজন মনে ঝরা বকুল পথে
ও প্রিয়, কেন তুমি এলে।
যে সুর গান ছিল লুকান'
এলে যদি, সে সুর কেন জাগালে ?
নয়নে নয়ন দিয়া, প্রিয়, হিয়ায় হিয়ায়—
যে বাঁধনে বাঁধিলে……
মম যৌবন পথে সখা, তব জয় রথে
মম মালাটী দোলে ॥

(নিঃশব্দে সাগর প্রবেশ করিল। সাগরকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা প্রবল ঝটিকা এই কয়েক দণ্ডের ভিতর তাহার জীবনের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। বিশৃঙ্খল বেশভূষায়, তাহার কান্নাভরা চোখে মুখে ধরণীর সারা দুঃখ যেন আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে ..দারুণ এক অবসাদে তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়।...ভারতীর গান শেষে অস্ফুটস্বরে সাগর ডাকিল—)

সাগর। ভারতী!

ভারতী। (চমকিয়া পরে সহর্ষে) অশোক।

সাগর। তোমার বাবা কোথায়?

ভারতী। ভেতরে, ডেকে দেব'?

সাগর। হ্যাঁ!

ভারতী। কিন্তু অশোক—

(সাগরের দিকে অগ্রসর হইতে সাগর সভয়ে পিছাইয়া আসিল।)

সাগর। ভয় নেই ভারতী, আমি আজ তোমার জন্যে আসিনি—আমি এসেছি নিজের জন্যে।

ভারতী। নিজের জন্যে?

সাগর। হ্যাঁ নিজের জন্যে। তোমার বাবা কা'ল আমাদের বিয়েতে মত দেননি বলে আমি তাঁকে প্রণাম করতে এসেছি। যদিও তাঁর সঙ্গে আমার আরও একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে।

ভারতী। আমায় বলবে না?

সাগর। না, তোমার বাবাকে ডেকে দাও।

[ভারতীর প্রস্থান

আকাশ থেকে মাটীতে পড়ে গেছি—যা কখনও ভাবিনি—

ভাবতেও পারিনি—যা আমি চিরকাল মনে মনে ঘৃণা করে এসেছি—আমি সাগর সর্দ্দার—আমিই তাই! তুলসী জানতো কিন্তু আমায় বলেনি, কেন? ব্যাথা পাব' বলে? সাগর সর্দ্দারের ব্যথা—হাঃ হাঃ হাঃ!

(ধীরে ধীরে প্রভাকরের প্রবেশ)

প্রভাকর। কাল বোধ হয় তোমাকে এই কথাই ব'লেছিলাম যে দ্বিতীয়বার আমার দৃষ্টিপথে এলে তোমাকে গুলী করবো—সে কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি?

সাগর। না।

প্রভাকর। তোমার স্মৃতিশক্তি ও সাহসের প্রশংসা করি। কিন্তু তবু কেন এসেছ?

সাগর। ব'লছি!

(পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিল)

তুলসী। [নেপথ্যে] সাগর! সাগর!!

(তুলসীর দ্রুতপদে প্রবেশ)

তুলসী। এই যে সাগর! যা ভেবেছি তাই—তুমি এখানেই এসেছ! একটা চিঠি—একটা চিঠি তুমি নিয়েছ আমার Table থেকে?

সাগর। হ্যাঁ!

তুলসী। কেন নিলে? সর্দ্দারের দেওয়া ঐ চিঠিগুলো আমি তোমায় দেখাব' না বলেই পুড়িয়ে ফেলছিলুম—পোড়াতে পোড়াতে একটুখানি ঘরের বাইরে গিয়েছিলাম একখানা তখনও বাকী ছিল। ফিরে এসে দেখি চিঠিখানা নেই। এক তুমি ছাড়া আমার Table থেকে কারুর সাধ্য নেই কোন জিনিষ

নেবার। বুঝলাম তুমিই এসেছিলে···ঐত' সেই চিঠি—দাও—আমায় ফিরিয়ে দাও।

(সাগরের মুষ্টিবদ্ধ চিঠি কাড়িতে গেল—সাগর চীৎকার করিয়া)

সাগর। না—আর তা হয়না। দেখুন তো এই চিঠিখানা কার লেখা। [পত্র প্রদান]

অনেকদিন আগের লেখা—অন্ততঃ ২৩ বছর আগের লেখা হলেও আশা করি চিনতে আপনার কষ্ট হবে না।

(প্রভাকর চিঠি পড়িতে লাগিলেন। কাগজের মত সহসা তাহার মুখ সাদা হইয়া উঠিল।)

তুলসী। তুমি একি সর্ব্বনাশ করলে সাগর একি সর্ব্বনাশ করলে ?

(সাগর প্রভাকরকে বলিল)

সাগর। কার লেখা ?

(প্রভাকর একবার সাগরের মুখের দিকে ও একবার তুলসীর মুখের দিকে চাহিলেন। তারপর চিঠিখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।)

প্রভাকর। (কম্পিত কণ্ঠে) আমার নয়! বেরিয়ে যাও আর একমিনিট দেরী করলে আমি পুলিশে ফোন্ করবো।

সাগর। আপনি যা ইচ্ছে করতে পাবেন—কিন্তু সব কথা না শুনে আমি এখান থেকে এক পাও নড়বো না।

(প্রভাকর সাগরের জামার কলার চাপিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন)

প্রভাকর। তোমায় যেতে হবে !

সাগর। (সগর্জ্জনে) আমি যাব না।

(প্রভাকর কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে সাগরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার পর)

প্রভাকর। বল, তোমার কথা আমি শুনছি।

সাগর। ২৩ বছর আগে, যে কুমারীর সন্তানকে আপনি রণু সর্দ্দারের ঘরে ফেলে এসেছিলেন সে কুমারীকে আপনি বিবাহ করেছেন তো ?

প্রভাকর। (ঘৃণা ভরে) ২৩ বছর আগে এ রকম কোন কাজ আমি করিনি। তুমি বেরিয়ে যাও !

সাগর। (চীৎকার করিয়া) ক'রেছেন—তার প্রমাণ ঐ চিঠি।

প্রভাকর। (মৃদু হাস্থে) কোথায় তোমার চিঠি ?

(সাগর চিঠির টুকরাগুলির দিকে অসহায় ভাবে চাহিল। প্রভাকর সাগরের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন)

বাড়ী গিয়ে ঘুম—অথবা মদ, দুটোর একটা দিয়ে তোমার ঐ উত্তেজিত মাথাটাকে একটু ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করগে।

(প্রভাকর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাগরের পকেটস্থিত পিস্তলটীকে লক্ষ্য করিলেন)

সাগর। (কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে প্রভাকরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার পর করুণ কাতর স্বরে বলিল) আচ্ছা আমি বাড়ীই যাচ্ছি। তুলসী ! ক'খানা চিঠি ছিল ?

(প্রভাকর সন্তর্পণে পিস্তলটী সাগরের পকেট হইতে তুলিয়া লইলেন)

তুলসী। দশ খানা।

সাগর। আর একখানাও নেই ?

তুলসী। না।

সাগর। (ক্রুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে প্রভাকরকে বলিল) আমি তোমায় খুন করবো।

(পকেটে হাত দিয়া দেখিল পিস্তল নাই)

প্রভাকর। (হাসিয়া) Here it is !

যাও বাড়ী যাও সাগর সর্দ্দার! ভবিষ্যতে আমি ভেবে দেখব তোমার কথা।

তুলসী। সাগর! এখনও কি এখানে দাঁড়িয়ে অপমান সহ্য করতে ইচ্ছে করছে তোমার! কুমারীর সন্তান তুমি!—তুমি সাগর সর্দ্দার, তুমি বেরিয়েছ' বাপের খোঁজে? ছিঃ—চলে এস!

সাগর। (সজল কণ্ঠে) তুই ঠিক বলেছিস তুলসী! আমি কুমারীর সন্তান। সংসারে আমার কেউ নেই, চল্।

(উভয়ের প্রস্থানোদ্যতের সঙ্গে সঙ্গে বিস্রস্তবসনা মন্দিরা আঁচলখানি হাতে চাপিয়া রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল। সাগর ঘুরিয়া দাঁড়াইল। মন্দিরা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল অপলকে। প্রবল সুখাবেশে তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল—সব পাওয়ার গভীর আত্মপ্রসাদে তাহার মুখ চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মায়ের অদেখা প্রাণের টান মুক সাগরের বুকে আছাড়ি পিছাড়ি করিতে লাগিল)

মন্দিরা। (অস্ফুটস্বরে) দিদি, ও দিদি!

(দ্রুতপদে সন্ধ্যার প্রবেশ)

সন্ধ্যা। কিরে মন্দিরা—কি?

মন্দিরা। (রুদ্ধ কণ্ঠে) ও কে দিদি?

সন্ধ্যা। তাইতো—ও কে?

(মন্দিরা অগ্রসর হইল সাগরের দিকে···যেন তাহার বুকে আছড়াইয়া পড়িতে চায় প্রভাকর গিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন)

মন্দিরা। (বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে) তুমি কে বাবা ?

প্রভাকর। (সভয়ে চীৎকার করিয়া) দিদি, ওকে সরিয়ে নাও।

মন্দিরা। না—আমি যাব না। তোমাকে দেখে আমার বুকের মধ্যে তোলপাড় কর্‌'ছে—তুমি কে বাবা ?

সাগর। (রুদ্ধকণ্ঠে) আমি—আমি—আমি—

প্রভাকর। না—ও তোমার কেউ না। (সাগরকে) বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে—

সাগর। না, আমি যাব না। ইনি যদি আপনার স্ত্রী হন, তবে যাবার আগে সব কথা এ'কে আমি ব'লে যাব'।

প্রভাকর। তোমার মুখ থেকে একটী কথা বেরুবার আগে আমি তোমায় গুলী করবো—I warn you.

সাগর। বেশ, আপনার যা ইচ্ছে করবেন—কিন্তু আমি বল্‌বো।

প্রভাকর। না, তুমি বল্‌বে না। দিদি, তুমি মন্দিরাকে নিয়ে বাড়ীর ভেতর যাও। চেহারা দেখে বুঝতে পারছ না ও একটা ডাকাত !

মন্দিরা। না দিদি, আমি ওকে চিনি,—আমি ওকে চিনি। ও ডাকাত নয় দিদি—ও ডাকাত নয়। ওকে সবাই মিলে ডাকাত সাজিয়ে রেখেছে ! ও আমার খোকা—আমার খোকা—

সন্ধ্যা। (অস্ফুটস্বরে) খোকা ! এই তোর খোকা !—প্রভাকর—?

প্রভাকর। দিদি, ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও এখান থেকে, নইলে আজ আমি খোকা mania শেষ করবো।

মন্দিরা। না, আমি যাবো না।

সন্ধ্যা। তুমি যখন এত চঞ্চল হ'য়ে উঠেছ' প্রভাকর, তখন আমার বুঝতে বাকী নেই যে—

প্রভাকর। আঃ, খবরের কাগজে দেখনি? একে ধ'রে দেবার জন্য Police ১৫০০০৲ টাকা reward দেবে বলেছে। একটা ডাকাতের সামনে দাঁড়িয়ে কি ক'রছ তোমরা। সবইত' গেছে, আমার সম্ভ্রমটাকে একটু বাঁচাতে দাও।

সন্ধ্যা। (কাঁদিয়া) আয় মন্দিরা!

মন্দিরা। না, আমার খোকা—

প্রভাকর। যত ছেলে এ বাড়ীতে আসবে সবাই যদি তোমার খোকা হয় তা হলেত' আমি আর পারি না মন্দিরা। দিদি, তুমি ওর কোন কথা শুননা, ওকে ভেতরে নিয়ে যাও—ভেতরে নিয়ে যাও—

সন্ধ্যা। আয় মন্দিরা—

মন্দিরা। (অপলকে সাগরের মুখের দিকে চাহিয়া)—তবে ও কে?

প্রভাকর। (মন্দিরার কাণের কাছে মুখ লইয়া) ডাকাত, ডাকাত!

মন্দিরা। (শিহরিয়া) ডাকাত! তা হ'লে চল পালিয়ে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

প্রভাকর। (সাগরকে) Get out

(চা লইয়া ভারতীর প্রবেশ)

ভারতী। অশোক, চা খাবে এস!

(চা টেবিলে রাখিয়া)

(তুলসীকে দেখিয়া) তোমার পাশে ও কে অশোক?

প্রভাকর। Get out!

ভারতী। একি বাবা—আজ আবার তুমি অশোককে তাড়িয়ে দিচ্ছ' অমন ক'রে?

সাগর। আশ্চর্য্য নয় ভারতী, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যিনি আমাকে

তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আজ তিনি আমাকে ঘরে নেবেন কি ক'রে ?

ভারতী। তার মানে ?

সাগর। তার মানে—আমি——

(সহসা সগর্জ্জনে প্রভাকর সাগরের মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন)

প্রভাকর। You shut up !

সাগর। (মুখ সরাইয়া) আমি তোমার দাদা—আমার মায়ের কুমারী অবস্থার সন্তান……

(প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রভাকর দারুণ অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। ভারতী আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল ·· তুলসীর অশ্রু ধারায় ধারায় তাহার গণ্ডে নামিয়া আসিল)

ভারতী। বাবা ! বাবা ! তুমি প্রতিবাদ করছ না ? ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ— এর আগে আমার মরণ ভাল ছিল—এর আগে আমার মরণ ভাল ছিল………মরণ ভাল ছিল !

(ভারতী কাঁদিয়া উঠিল। পরে ঘৃণাভরে পিতার দিকে চাহিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল)

প্রভাকর। কিছু বলবে ?

(পিতা ও পুত্র পরস্পরের দিকে তাকাইল। তুলসী কাঁদিতেছিল ; উন্মুক্ত জানালা পথে বিবর্ণ চাঁদের আলো শুধু আজিকার এই অন্তর—ঘূর্ণির প্রবল উচ্ছ্বাস দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল)

সাগর। না।

প্রভাকর। দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

সাগর। আপনাকে শেষবার দেখে নিচ্ছি। ভাবছি বাবা বলে একবার ডাকবো কিনা ? কিন্তু, অভ্যেস নেই বলে বেধে যাচ্ছে !

প্রভাকর। ডাকতে পার! I won't mind!

সাগর। না—আপনি বড় হতভাগ্য। আপনাকে ভক্তি করার চাইতে দয়া করা উচিত—আচ্ছা, আমি চল্লাম। আয় তুলসী!

[সাগর ও তুলসীর প্রস্থান

প্রভাকর। (চীৎকার করিয়া) ওহে শোন, শোন—

সাগর। (নেপথ্যে) তুই দাঁড়া তুলসী, আমি আসছি।

(সাগরের পুনঃ প্রবেশ)

প্রভাকর। কি তোমার নাম?

সাগর। সাগর।

প্রভাকর। হ্যাঁ, সাগর। আচ্ছা, তুমি যে তখন ব'লছিলে—না—আমি বলছি কি তুমি তো ধরা পড়তেও পার।

সাগর। হ্যাঁ, তা পারি বৈকি।

প্রভাকর। খুব কঠিন শাস্তি হবে তোমার না—?

সাগর। কঠিন—মানে ফাঁসী হবে।

প্রভাকর। ফাঁসী হবে? ওঃ তুমি তো ডাকাত—ফাঁসী ত হবেই তোমার কিন্তু আমি কি বলছিলাম জান, চেষ্টা করলে আমি তোমাকে মুক্তি দেওয়াতে পারি।

সাগর। (বিষাদকরুণ কণ্ঠে) মুক্তি নিয়ে আমার লাভ?

প্রভাকর। লাভ নেই?

সাগর। না, কিন্তু আপনি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন স্যার ভৌমিক। আমাকে ফিরে ডাকবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। ধরা পড়লে যে সাগর সর্দ্দারের ফাঁসী হবে একথা সবাই জানে—আপনিও জানেন। তখন ভেবেছিলুম, আপনাকে আমি প্রণাম ক'রবো

না—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আপনাকে প্রণাম না ক'রলে আমার পাপ হবে। আপনি বাইরে যা আপনি ভেতরে তা নন্—

(সহসা পিতার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল। প্রভাকর তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই মাত্র পদধূলি লইয়া সাগর কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিল)

আসি বাবা—

প্রভাকর। (উচ্ছ্বসিতভাবে) বাবা !—ওরে—কি যেন তোর নাম—খোকা খোকা—

(মন্দিরার প্রবেশ)

মন্দিরা। খোকা ?

প্রভাকর। হ্যাঁ খোকা।

মন্দিরা। তুমি আজ খোকাকে ডাকছো ? তবে কি—তবে কি—খোকা এসেছিল ?

(প্রভাকর মাথা নাড়াইয়া জানাইল সে আসিয়াছিল)

কোথায় সে ?—কোথায় সে ?

(প্রভাকর হাত দিয়া দরজা দেখাইয়া দিল)

(আগাইয়া) খোকা—খোকা—

তাকে তাড়িয়ে দিলে ?

প্রভাকর। তাড়িয়ে দিইনি—সে পালিয়ে গেল।

মন্দিরা। পালিয়ে গেল ? তাকে ধরে রাখতে পারলে না—

প্রভাকর। (উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে) কি ক'রে রাখবো। ও যে

ডাকাত—সাগর সর্দ্দার! জন্মের শোধ শেষ ডাকাতি ক'রে গেল।—ওরে খোকা ফিরে আয়—ফিরে আয়.........

(ভরা চাঁদের আলো মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই রহস্যময়ী আলোর বুকে দুইটী যাত্রী চলিয়াছে দূরে··· দূরে · দস্যু অপহৃতা, পরিচয়হীনা তুলসীর হাত ধরিয়া আপন গৃহবিতাড়িত পিতা ও মাতার পরিত্যক্ত, অনাহূত সাগর চলিয়াছে · সম্মুখে তাহার বন্ধুর পথ, পিছনে মূর্চ্ছিত পিতা ও মাতার আকুল আহ্বান—"ফিরে আয় ওরে খোকা, ফিরে আয়—" সব বাধা ও ডাক ছাপাইয়া তাহাদের বুকে বহিতেছে ঘূর্ণাবর্ত্তের আকুল উচ্ছ্বাস।)

৷৷ যবনিকা ৷৷